GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Class No. 182. NC.

Book No. 851. 2.

N. L. 38.

MGIPC—S1—36 LNL/60—14-9-61—50,000.

শ্রীশ্রীরামঃ ।।

শরণং ।

LM.25

152. llc. 851. 2

শুকবিলাস

অর্থাৎ

শ্রী৺ শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ রাজাবিক্রমাদিত্ত্যের
লীলা বর্ণ্ণা এবং শুক সংবাদ

শ্রীযুক্ত বাবু চুনিলাল দাসস্যাদেশাৎ
শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে
বিরচিত হইয়া

ইদানীং শ্রী গুরুচরণ ধরের কমলাসন
যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ।।

C.C.P.
শ্রীগুরুচরন ধর
G.C.D.

☞ এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক
তাহারা মোকাম কলিকাতার আহিরীটোলার
শ্রী যুত বাবু দুখিরাম দের
১।১২ নম্বর ভবনে তত্ত্বঃ করিলেই পাইবেন

সন ১২৫৮ সাল তারিখ ১৭ ফাল্গুণ

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4397
DATE 9/10/09
CALCUTTA

নির্ঘণ্ট (১) পত্রাঙ্ক

অথ গ[illegible]া ১
গণে[illegible]া ১
গন্থভাষ্য[illegible] ২
গন্থ সুচনা ৩
গন্থারম্ভ ৪
রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচার ৬
রাজার শরীরে শনি প্রবেশ ৮
রাজার মহারাষ্ট্র দেশে গমন ৯
মহারাষ্ট্র রাজার কন্যার সহিত স্বয়ম্বর ১১
মহারাষ্ট্র রাজা কন্যার বিবাহ উদযোগ ১২
বিক্রমাদিত্যের সহিত কন্যার বিবাহ ১৪
অথ কন্যার বনবাস ১৬
অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের সহ কন্যার অরণ্যবাস ১৮
অথ মাংস ভিক্ষার্থে কন্যার মায়ের নিকট যাত্রা ১৯
অথ বিক্রমাদিত্যেকে পক্ষরূপে লক্ষীর উপদেশ ২১
অথ মহারাষ্ট্রে বিক্রমাদিত্যের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২৪
অথ রাজপুত্রগণের ছদ্মবেশী সন্যাসীগনে সম্ভাষ ২৭
অথ রাজ কন্যার পিত্রালয় যাত্রা ২৮
অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের আগমন ৩০
অথ রাজপুত্রদিগের দর্প চূর্ণ ৩২
অথ বিক্রমাদিত্যের স্বদেশে যাত্রা ৩৪
অথ বিক্রমাদিত্যের মৃগয়া যাত্রা ৩৫
অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের শুক সংবাদ ৩৭
অথ রাজার শুক সঙ্গে গৃহাগমন ৩৮

অথ রাক্ষসীর সমস্যা ৪০

অথ শুকপক্ষ হইতে সমস্যা পূরণ . . . ৪১

অথ বিক্রমাদিত্যের বরবেশে ভোজ সভায় যাত্রা ৪৬

অথ তিলোত্তমার বিবাহ . . . ৫০

অথ বিক্রমাদিত্যের বাসর বর্ণ্ন . . ৫১

অথ বিক্রমাদিত্যের বিদায় . . . ৫৩

অথ রাজাকে ইতিহাস কহে . . . ৬৩

অথ সাধু পুত্র রাজার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ . ৬৪

অথ রাজকুমারীকর্তৃক সাধু পুত্র বধ . . ৭০

অথ শারীর নিকট শুকের গমন . . ৭১

অথ রাজাকে অজরাফল দান করে . . ৭৩

অথ মেতরাণী অজরা ফল ভক্ষণ করে . . ৭৫

অথ কমলিনী উপাখ্যান ৭৯

অথ রাজা কমলিনীর উদ্দেশ পায় . . ৮০

অথ রাজার কন্যার পুরে প্রবেশ . . . ৮২

অথ প্রথম রাত্রির বিলাস . . . ৯২

অথ চিত্ররথকে কমলিনী ঝেঁটা মারে . . ১০৮

অথ রাজার দেশাগমন ও কমলিনীর বনবাস ১১৭

অথ কমলিনী প্রয়াগে প্রাণত্যাগ . . . ১২০

অথ শুকশারীর প্রাণদান ১২৩

অথ শুকোক্তি শুকভক্তি বিলাস . . . ১২৫

অথ রাজার সহিত শুকের বনযাত্রা ১৩০

অথ শুচন্দ্র রাজা ফলের নাম পাইয়া শুককে দেন ১৩৩

অথ গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ১৩৬

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

শরণং ॥

অথ পঞ্চদেব বন্দনা ॥

ত্রিপদী। প্রণমহ গণপতি, সিবসুত শুদ্ধমতি; সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ কারণ। স্থুলকায় লম্বোদর, পরমব্রহ্ম পরাৎপর, যোগেস্বর যোগিশ নন্দন। ১।

নমো নমো দিবাকর, পরমব্রহ্ম প্রহেস্বর, লোক সাক্ষি লোকের নয়ন। যার কৃপাহইলে হয়, চতুর্ব্বর্গ ফলোদয় যার উপাশক দ্বিজগণ ॥ ২ ॥

প্রণমামি নারায়ণ, পরমব্রহ্ম সনাতন, জিবপাপ মুক্তির কারণ। নব নিলোৎপল কায়, চিন্তামণি চিন্তে যায়, সর্ব্ব যগেস্বর জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥

নমো নমো মহেশ্বর, পরম ব্রহ্ম যোগিবর; জ্ঞানদাতা জ্ঞান নিরঞ্জন। আগম নিগমে সার, শিববিনা কেবা আর, মুখ সেব্য অমরে গণন ॥ ৪ ॥

বন্দো দেবী মহেশ্বরি, করযুগ যোড় করি, ত্রিলোকতারিণী ভবদারা। ত্রিগুন ধারিনি যায়া, সংসার যাহার ছায়া, কৃপাবলোকন তারা ॥ ৫ ॥

পঞ্চ বক্তে বিধিমত, করিলাম দণ্ডবত, স্তুষ্ট হও যত আর
গণ॥ আমি অতি দিনক্ষিণ, ভজন বিহিন দিন, নিজ
গুনে কর নিস্তারন॥ বন্দনিয় যত আর, একেবারে ভা
সভার, চরণেতে করিনু প্রণাম। জননি জনক পায়, প্রণামে
বিক্রিত কায়, যাহাতে সকল হয় কাম। গুরুগণ কবিগণ,
মুনিগণ যোগিজন, চরণে প্রণাম সতবার। সকলে আশিষ
কর, পুস্থারম্ভে বিঘ্নহর, ভণে কবি শ্রী নন্দ কুমার॥

গ্রন্থাড়ম্বর॥

পয়ার॥ কলিকালে ধর্ম্মমত প্রজার পালন। কজিতে বি
ক্রমাদিত্য দুষ্ট দমন রাজন। পাঞ্চুর সেনের অংসে অবতির্ন্ন
হয়। যুধিষ্ঠির তুল্য রাজা পুণ্যের উদয়॥ গৌড়দেশে জম্মি
য়া বিক্রম মহাজন। শকা দত্যে বধিদিল নিজ সিংহাসন।
সহাসেন নবরত্নে পাইল পণ্ডিত। রূপে গুনে ত্রিসংসার হ
ইল বিদিত॥ ইন্দ্রালয় জিনি সভাতুল্য কৈলদেবি। বেতা
ল করিয়া সিদ্ধি সাজিল পৃথিবি॥ ভানুমতি বিভা কৈল জি
নি ভোজভুপে। মৌরভুঞ্জে মৌনবতি পায় ছলরূপে। বিহ
ঙ্গ সংবাদে দশবিজয় করিল। বিভিষণ আদি আসি যারে কর
দিল॥ কত মত কত ক্রিয়া করিল ভুপতি। তারমধ্যে কিঞ্চি
ত সংগ্রহ সরস্বতি॥ ভুপতির শুকবিলাস সরস বচন। শ্রী
নন্দ কুমার কবি করিল বর্ণন॥ যুগল উদ্যানে ধাম নাম
কাত্তিকেশ। শ্রী যুক্ত শ্রী চানলাল দাসের পৌরস। পরম ধা
র্ম্মিক দানি দয়াদ্র শরির। বদান্য পরন্দধণ্য মান্য পৃথিবী
র। দয়াল গুধির সদা সদালাপে রত। দানে বাসি ভুক্ত বিপ্
পন অনুগত। দারিদ্রের প্রতি দয়া তেই অনুক্ষণ। অর্জ্জবত্র

পয়ানে তোসেন দ্বিজন । কাব্যরস বিক্রমের কণ্ড আম্মী
হন ॥ শ্রী নন্দকুমার প্রতি কারল আদেশ । রচিতে বিক্রমা
দিত্যের লিলা সবিশেস ॥ অনুমতি অনুসারে হইল রচন ।
অতপর শুন সবে গ্রন্থের শুচন ॥ গুনিগণ প্রতি মোর এই
নিবেদন । আমি অল্পমতি দোষ করিবে মার্জ্জন ॥ কাব্য
রস বর্ণনে ইতর ভাষা আছে । সেই অপরাধ ক্ষমা কাব্য সাধু
কাছে ॥ তিরস্কার না করিবে আমি বুদ্ধিহিন । গুরুকৃপা বিনে
আর সত্বরূপে দিন ॥ কেবল কৌসল মাত্র করিবে গ্রহণ ।
পুনঃ২ কবিপ্রতি এই নিবেদন ॥

অথ গ্রন্থ শুচনা ॥

ত্রিপদি ॥ বিক্রমাদিত্য রায়, রাজা অবতার প্রায়, তার
কীর্ত্তি অতি অসম্ভব । জন্মাবধি সেস আর, যে২ কর্ম্ম কৈল
তার, কেবা পারে বর্ণিতে সেসব ॥ কিছু২ সংগ্রহেন, করি
আছে কতজন, আমি করিলাম কিছু তার । শুন সব মহাশ
য়, দিবতার পরিচয়, সুজন করহ অঙ্গিকার ॥ প্রথমে আ
ছে বর্ণনে, সনি লক্ষ্মি দুইজনে, বিবাদ হইল অতিশয় । ছো
ট বড় দুইজনার, রাজা করিল বিচার, তাহাতে শনির দৃষ্টি হয়
রাজ্য ছাড়ি গেলা বন, বিক্রমাদিত্য রাজন, মহারাষ্ট্র কন্যা
কৈল বিয়া । শনিতে হইয়া মুক্ত, হইল লাবণ্যযুক্ত, রাজা
হৈল স্বরাজ্য আসিয়া । দ্বিতিয়ে মৃগা যায় ঃ বনে শুক মহে
শায় ঃ নিকেতনে আইলা রাজন । তৃতিয়েতে নশ্যা চরি ঃ স
মিস্যা জিজ্ঞাসা করি ঃ শুক তাহা করিল পুরণ ॥ চতুর্থেতে
নরপতি ঃ গিয়া ভোজ নিজবসতি ঃ তিলোত্তমায় বিবাহ ক
রিল । পঞ্চম কথারম্ভ ঃ শুন ভুপতি মহত্ত ঃ ছত্রকার

শুকে শিখাইল। বটে সারিকার শাপ, রাজাপায় মনোস্তা
প, কমলিনি উদ্দেশে চলিল। কষ্ট পায়্যে অতিশয়ঃ বিক্র
মেস মহাশয়, কমলিনী বিবাহ করিল॥ নানা প্রভুত্ত করি
য়ে, কমলিনী সঙ্গেনিয়ে, আইলা পুরায়ে মনোস্কাম। কা
মিনারে রাখি বনে, ভুপাতি হরিশমনে, প্রবেশ করিলনিজধা
ম। গ্রন্থের শুচনা সায়, চমৎকার আছে তায়, পাবেরস গ্র
ন্থের শ্রবণে। রচিল করিয়া যত্নঃ দ্বিজনন্দ কবি রত্নঃ সপি
মন সারদা চরণে॥

অথ গ্রন্থারম্ভ॥

পয়ার॥ নব রত্ন সহিত সভায় নৃপবর। বসিয়া আছেন রা
জা বিক্রম ঈশ্বর॥ বত্রিস পুত্তাল সিংহাসনে ভরাভর। কা
ছারি মঙ্গল গৃহ নগর শুন্দর॥ নানাপ্রকার কথোপ কথ
ন প্রশ্ন সদা রঙ্গে। উল্লাসিত মনবড় অনন্ত প্রসঙ্গে। শুনরঙ্গ
সর্ব্বজন পরম আহ্লাদ। শনৈশ্চর গ্রহ সহ লক্ষির বিবাদ। প
রস্পর আমিবড় কহে দুইজন। একজ্ঞ গতনহে হন্দল ভ
ঞ্জন॥ পরে দুইজনে কৈলা পরামর্শসার। পৃথিবিতে হইবেক
ইহার বিচার। বিক্রমাদিত্য নামে ভুপের প্রধান। অবনিতে
রাজা যেন ইন্দ্রের সমান॥ বুদ্ধিমন্ত শিষ্টশান্ত পুণ্যবন্ত অতি
নবরতন পণ্ডিত সকলে সম্মত। যথার্থ বিচার হবে তাহার
সভায়। চলযাই অবনিতে এইশুভ উপায়। যুক্তিসার করিয়া
চলিল দুইজন। ভুপতির সভাতে দিলেন দরশন॥ কমলা স
হিত শনি দেখে নভাজন। চমকিত হৈল অতি বিস্ময় রাজন
সমাদরে বসিতে দিলেন সিংহাসন। অষ্টাঙ্গে লোটায়ে
রাজা বন্দিল চরণ॥ আপনারে ধন্যমানি অতি আনন্দিত

পাদ্যঅর্ঘ দিয়াপুজা কৈল যথোচিত ॥ বিনয় পুর্ব্বকে রাজা
জিজ্ঞাসে তথন। কিনিমত্তে অধম নিকটে আগমন। তুমি ন
লক্ষি সিন্ধুসুতা সম্পদ দাইনি। ধনধান্য অধিষ্ঠাত্রি হরী মন
হারিনি ॥ কৃপাদৃষ্টি কর যারে সেই ধন্য হয়। তুমি যেই আই
লে মাতা আমার বিস্ময় ॥ শনিকে কহেন তুমি গৃহের প্রধা
ন। পড়িলে তোমার দৃষ্টে নাহি পরিত্রান ॥ তোমার দশার
ভোগে রক্ষা নাহি পাই। হরিকাঠে শিলা গনেসের মুণ্ড নাই
মনুষ্য সভাব কিবা হেতু আগমন। কহ দেখি শুনি প্রভু ই
হার কারণ ॥ শনি কহে নরপতি শুন দিয়া মন। তুমি কর আ
মাদের বিবাদ ভঞ্জন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিনু বহু ঠাই।
কোন জন হইতে বিবাদ ভাঙ্গে নাই ॥ সুক্ষ বিবেচনা তুমি কর
বীচক্ষণ। উভয়ের মধ্যে মোরা বড় কোন জন ॥ লক্ষী কন ভূ
পতী বলীবে সাবধান। সনী হৈতে আমী বড় নহে অপ্রমান
সনী কন মহারাজা কর হে বীচার। আমি বড় লক্ষ্মি হৈতে জানী
বেন সার ॥ কী করীতে পারে লক্ষ্মী আমার সাক্ষাত। পড়ী
লে আমার হাতে সমুলে নীপাত ॥ শুদৃষ্টী যাহার প্রতীক
রী একবার। রাজ্যপদ দীয়া সীরে ছাতো ধরী তার ॥ লক্ষ্মী
কন রাজ্যেতে কি তব অধীকার॥ সম্পদে ঐশ্বর্য আমা সকলী
আমার। আমী কৃপা করি যারে পুর্ণ করী আস। রাজ রাজেশ্ব
র হয়ে সুখে করে বাস। ইন্দ্রের রাজ্য দীনু শাপে করায়া উ
দ্ধার। ধর্ম্মধ্বজ রাজারে সপীনু রাজ্য ভার ॥ আমা পরিত্যাগ
করীলে হে মহোদয়। হত শ্রী বলীয়া সবে গালা দায় কয়। স
নি বলে মম দৃষ্টে সব উড়ে যায়। রোগে সোকে জীর্ন্ন ভনু সম
প্রত পায়। মিথ্যা ভ্রমে ভ্রমি সে সবংসেতে মরে। তোমা

র কৃপায়তারবলকিবাকরে। লক্ষ্মিকনএকথানা সহেমোরগা
য়কেরা কিকরিতেপারে আমার কৃপায় ॥ আমিথাকি সপ্ত
মা স্বহায়কাছেযার। গৃহপিড়া রোগশোক নাহিথাকেতার
শনিকহে কোনমুখে শুনেএইবাণি। কিসাধ্য তোমারবল
লক্ষ্মীঠাকুরাণী ॥ গণেশের গুহ ভোগে কৈলাসেতে ছিল
মুণ্ডউড়ে গেলতার রাখিতে নারিলে ॥ লক্ষ্মীকন তাহেছিল
কারণ বিস্তর। পূর্ব্বে শিবে শাঁপিল কশ্যপমুনিবর ॥ শনিব
লে কেশবের সহায়তোছিলে। রাখিতেনারিলে যবেকাটি
লেন শিরে ॥ সেকথায় লক্ষ্মী আঁরনাদিল উত্তর। স্বগর্ব্বে
কহিছে শনি রাজারগোচর ॥ কেবা বড় বলরায় করিয়াবি
চার। সূক্ষ্ম নাহি হৈলে দেখি প্রমাদতোমার ॥ শঙ্কটে প
ড়িল রায়ভাবিয়া অস্থির। ভয়েকাপে হৃদয়নকম্পিতশরির
বিষম সমিস্যা হৈল ভাবেমহারাজন। কারেবা কব ছোট
চিন্তেন রাজন ॥ লক্ষ্মীরেকরিলে ছোট ঘাটিবে সম্পদ। হত
শ্রী হইব নষ্ট হবেরাজ্যপদ। শনিরেকরিলে ছোট সেবিষম
দায়। পড়িব শনিরকোপে রক্ষানাহিতায়। উভয়সমান
দায় কিআছে ললাটে। সাঁকের করাতযেন দুইদিগেকাটে।
উপায় কিহবে রাজাভাবিয়ানা পায়। অনার ভাবিয়াস্তব
করে দুর্জনায় ॥ পরিতুষ্ট করিয়া বিক্রমাদিত্য কয়। বিচার
করিবকালি উচিত যেহয় ॥ ভালবলি দুইজন গেল নিকেত
নে। চিন্তাযুক্ত নরপতি কবিরত্ন ভণে ॥

অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচার ॥

ত্রিপদি। চিন্তিতবিক্রমরায়, ভয়েসকম্পিত কায়, কালি
দাসে কহেনতখন। ঠেকিনু বিষম দায়, বলদেখি কিউপায়

শঙ্কটেতে পড়িনু এখন ॥ কহহ কবিরায়, কারেছোট করা
যায়, দুইদায় একইসমান। ঘটিল বিপদমোর বিধিলিপী
ফেরঘোর, এবারনাহিক পরিত্রাণ। কালিদাস কহে রায়
ভাবিলে কিহবে তায়, যাহবার হইবেএখন॥ ললাটলিখন
যোগ, যদিথাকে কষ্টভোগ, কদাচিতনাহবে খণ্ডন। এক
যুক্তিকর রায়, মখেনাহি কই ওকায়, ছোটবড় করিয়ানিশ্চ
য়। উচ্চ নিচসিংহাসন, গড়েকরহ স্থাপন, আইলে দিও ব
সিতে নিশ্চয়। বসিবার অনুসারে, কহিবেন দুজনারে, ছো
টবড় করিয়া বিচার। উচিত কহিতেভয়ঃ নাকরিহ মহাশয়
ভাল মন্দ প্রকৃতিসঞ্চার॥ ইহাবলি কালিদাস, সভাভাঙ্গি
গেলবাস, ভুপতি চিন্তিত অতিমনে। সদাভাবয়ে অশুথ
কুতাসে শুখায়মুখ, নাহিসুখ ভোজনে শয়নে। এরূপসে নি
শিযায়, পরদিনে নররায়, সভাতে বসিলাদিয়াবার রাখে দু
ই সিংহাসনঃনানারতন বিরচনঃ সোভাতার অতিচমৎকার
নানাকথা কহেসবে, শনিগুরু আসিতবে, সভায় দিলেন দ
রশন। পূর্ণময়া নরেশ্বর, করিঅতি সমাদর, বসিবারে ক
হিলা রাজন॥ অতিপুলাকিত মনে, গিয়ানিচ সিংহাসনে
শনৈশ্চর বসিলাতখন। কিঞ্চিৎ বিলম্বেতার, আগমন কম
লার, সমাদরে বন্দিল রাজন॥ ভুপতি বসাতে কয়, দেবী
পুলোকিতা হয়, বসিলেন উচ্চসিংহাসনে॥ ভুপতি না কহু
কয়, অধোমুখ হৈয়ারয়, তবেশনি কহেন রাজনে। আসি
তেকৈয়াছ আজি, আইন উভয়েসাজি, ছোটবড় করহ বি
চার॥ ভুপতি কহেনতায়, ছোটবড় দুজনায়, করিবার আ
ধ্যকি আমার। আপনারা আপনার, করেছেন সুবিচার

ছোটবড় বসিয়া আসনে। রাজার এতেক বাণী, শুনিলক্ষি ঠাজরাণী, পাইলা পরমসুখ মনে। শুভদর্শি ইনরবরে, কাল্লি আচলিল্লা ঘরে, পর্শংসিয়া দিয়াধন্যবাদ। শনি রহেছেটমুখে, নিশ্বাস ছাড়িছে দুঃখে, জন্মেমনেদিবেক বিষাদ। পাপগৃহু খরমন, উঠিতে ক্রোধিত হন, কহে ভূপতিরে করি ক্রোধ। মোরে ছোটকৈলি অরে খাকবেটা দুরাচার, আমি শনিদিব এরসোধ ॥ বাক্য নাহি কহেরায়, শনৈশ্চর উঠেযায়ঃ অদৃষ্টে ভূপের কাছেরয়। অম্নপুর্ন্ত্রা ভনেসারঃ কথাঅতি চমৎকারঃ সদাভূপতির মনেভয় ॥

অথ রাজার শরিরে শনিপ্রবেশ ॥

পয়ার ॥ এইরূপে কিছুদিন ফিরে শনৈশ্চর। স্পর্শিতেনা পারে ভূপতির কলেবর ॥ অতিপুণ্যবান রাজা নাহি পাপলেশ। ভাবে রবিসুতকরি কিরূপে প্রবেশ ॥ কাছে কাছে থাকে সদাছিদ্র অন্যেষনে। কিছু পাপ নাহি স্পর্শ করিবে কেমনে ॥ পাপমাত্র ভূপতির কভূ নাহিহয়। বৎসরেক সনিগ্রহ পাছু২ রয় ॥ মনে২ বলেরাজা যতপুণ্যবান। ইহার শরিরে ভোগকরা অপমান ॥ কিকরিব প্রতিজ্ঞা পুরণকরা চাই। কোনমতে পাপের সঞ্চার নাহিপাই। দৈবদোষে একদিন বিক্রম রাজন। ভোজনান্তেকরিলেন চরণ ক্ষালন ॥ অগ্রে ধুইলা পায় নৃপশিরোমণি। গোড়ালি রহিলাবাদ দেখিলেন শনি ॥ বিবেচনা করিলেন এইত সময়। পাপ হৈল ভূপতির প্রবেসিতে হয় ॥ ধর্ম্মসাক্ষি করিশনি করিল প্রবেশ। ভূপতি নাহিক জানে এতেক বিশেষ ॥ ক্রমে২ নৃপতির দুর্বুদ্ধিঘটিল। আত্মিয় সহিত দন্দ করিতে লাগিল

সকালে বিপক্ষ হৈল বান্ধবের গণ। নাশুনে নাকরে রাজা ই
ষ্ট আলাপন ।। নবরত্ন সহিত নাহয় শাস্ত্রালাপ। সর্ব্বদা চঞ্চ
ল চিত্ত মিথ্যা মনস্তাপ ।। মিথ্যা ভ্রমে ভ্রমণ করয়ে রাত্রদিন
শ্রী ভ্রষ্ট হইয়া সদা অবসন্ন ক্ষিণ ।। পিড়া নাহি শরিরে পি
ড়িত পাবে বাড়া। কদাচার জ আলাপ ক্রিয়া শাস্ত্র ছাড়া ।।
সর্ব্বদা সন্তাপ অহর্নিশি বিমরিষ। সুকথা যে কহে তারে দে
খে যেন বিষ ।। রাজকর্ম্মে নাহি মন বিরক্ত সদায়। সদা মন
রক্ত পাখি পাচালি পাশায় ।। রাজ্য লণ্ডভণ্ড হৈল কিছু না
রহিল। ধন রত্ন সমুদয় পাশায় হারিল ।। সকল বিরূপ দে
খি ভাবে ভানুমতি। শনির দশায় ভুপতির এ দুর্গতি ।। ভা
র্য্যা এ গতি কেন নহে বিপদ ঘটিল। প্রকৃত প্রস্তাব দেখি যেন রা
জা নলা। বিরলে বসিয়া রাণি নিরবধি কান্দে। কজ্জল গলিত
মুখে মৃগ যেন চান্দে ।। কিছু দিন পরে শনি পরম নিষ্ঠুর। আ
র দুঃখ দিতে মনে চিন্তে ক্রুর ।। এখন যে ঘরে আছে নাহি গে
ল বন। ভাকারূপে আমারে না জানিল রাজন ।। বিবেক তা দি
নেহ করিলেক বাড়া। বিক্রম ভুপতি হৈল নিজ রাজ্য ছাড়া
নানা দেশ ভ্রমে যেন উন্মাদের প্রায়। নগরে বালকে ধুলা
কাদা দেয় গায় ।। কিবা হালে ভুপতির করিল বেহাল।
কোথা বা রহিল লক্ষি সবি হৈল কাল ।। দুই দিন অন্তরে দি
নেক খেতে পায়। তার তিন ভাগ শনি দূরে উড়ায় ।। লোক
লোকালয়ে ছাড়ি প্রবেশিল বনে। দ্বিজ কবি বলে শনি স্বা
নী স্মরণরে ।।

রাজার মহারাষ্ট্র দেশে গমন ।।

ত্রিপদী ॥ শনিচিন্তে কোনরূপে ঃ আর দুঃখদিবে ভূপ
এখন যে চলিয়া বেড়ায় । নৃপবরে দিতে তাপ ঃ হইয়া অজাগর
সাপ ঃ বিক্রমের উদরে সান্ধায় ॥ পেটবাড়ে নৃপতির ঃ স
ঘাক্ষে উঠিল সির ঃ হস্তপদসক ফোলে গায় । আহার বি
হনে শিস্ক ঃ অত্যন্ত হইল জির্ণ ঃ চলিতে না পারে অহিপাক
পড়ায়ে২ যায় ঃ কাটাখোচা লাগে গায় ঃ মৃত্তপ্রায় অবস
হইয়া কান্দে রাজা সকাতরে ঃ শনিরে মিনতি করে২ তথা
পি তাহার দয়া নয় । কোথা দারা পরিবার ঃ সকল হইল
ছার ? বিড়ম্বনা হইল ধাতার ॥ সহিতে না পারি ক্লেস ঃ তনু
মোর হৈল সেস ঃ সহ্য তা না হয় দুঃখ আর । পুন চলিল
নৃমনি ঃ অন্তরে ভাবিল শনি ঃ এখন যে হাটিছে ধরায় ॥
কোপদৃষ্টে শনি চায় ঃ গড়াইয়া দিয়া তায়, স্বস্তু মাত্র নদিতে
ফেলায় । নারায়ণ স্মরি রায় ঃ স্রোতজলে ভেসে যায় ঃ কান্দি
য়া অস্থির নৃপমনি । লক্ষ্মি২ বলে ডাকে২ রক্ষা কর মা আমা
কে ঃ বিপাকেতে মরি গো জননি । তোমাকে করিয়া বড়
আমি রোগে যড়শাড় ঃ সর্ব্বনাশ করিল ক শনি । সেসেছি
নু বনাচারি ঃ ভবু জমান্য হি ভারি ঃ সেসে জলে পড়িনু আ
পনি । তাতার না হিক জানি ঃ রক্ষা কর ঠাকুরাণি ঃ হেরমাক
য়মে মোর হাল । ইহা শুনি রবিসুত ঃ হয় অতি ক্রোধযুত ঃ উ
পর চাপায় তিন তাল । নাকানি চোবানি খায় ঃ হাপায়ে উ
ঠিয়া রায় ঃ মৃতপ্রায় ঠেকে নদি ধারে । মহারাষ্ট্র নামে স্থান
দেশ অতি সোভামান ঃ নদি [illegible]রে কানন বিস্তারে । ধিরে২ উ
ঠে যায় নগর দেখিতে পায় ঃ অতিদুরে অট্টালিকা নয় । নদি
ধারে দেখে হত । [illegible] বেষ্টিত ঃ মনোহর শক্কর

লয় । অল্প অল্পেতে চলিয়ে ঃ উদ্যানে পশিল গিয়ে ঃ হে
রে তথা নানামত তরু । কদম্ব কেওকি তাল ঃ বকুল পারুল
শাল ঃ পেয়াল হিন্তাল দেবদারু ॥ নানা পুষ্প বিকাশিত ঃ
গন্ধে দিক আমোদিত ঃ মধু খায় গুঞ্জে অলি সব । শুক
শারি থাকে গাছে ঃ ভাণ্ডারি ময়ুরনাচে কোকিলের কুহ২
রব । বসন্ত বিহারস্থান ঃ ফুল শর মুত্তি মান জ্ঞানহয় দেখে
চমৎকার । পীড়ায় কাতর রায় ঃ রস নাহি হয় তায় ঃ
বিরচিল শ্রীনন্দকুমার ॥

মহারাষ্ট্র রাজার কন্যার সহিত স্বয়ম্বর ॥

পয়ার । শিবের মন্দির পাশে গিয়ে নৃপবর । শয়ন ক
রিল অতি হইয়া কাতর । অনশনে গেল দিবা জামিনী প্র
বেশ । কমল মদিল অস্ত হইল দিনেশ ॥ প্রহরেক রাজ
গত হইল যখন । রাজকণ্যা সিবাচ্চনে আইল তখন । এক
কিনি নৃপবালা হাতে বারিজালা । নৈবীদ্য কুসুম গন্ধ বিল্ব
পত্রমালা ॥ সিউাসনে পূজা করে শঙ্কর ভাবিয়া । গান্ধব্য
কঙ্কিবাদ্য করতালি দিয় ॥ একান্ত নিতান্ত স্তবকরে পঞ্চা
ননে । পতিবরমাগে সদা বিক্রম রাজনে ॥ এইরূপ মান
সেতে নিত্য পূজেনাথ । এদিন দিগাম্বর হইলা সাক্ষাত ॥
আশ্বাসি কন্যারে কন শুভনবচন । অদ্য মনোবাঞ্ছা তব হই
ল পুরণ । যারজন্যে নিত্য পূজা করহ যুবতি । এসেছে সেজন
তোর বিক্রম ভূপতি । আমার মন্দির পাশে আছয়ে শয়নে
... লেন বিশস্ত তনু রোগেরত ... ন । স্বচ্ছি তদেখিয়া ... নাম ।
করিহত য় । সেবাকর শুশ্রী মন্তহ ... নরায় ॥ ... বাক শ
ঙ্কর গেলেন নিকেতন । পুলকে পুর্ত্তিতা কণ্যা হই ... তখন ॥

হাতিনিয়া চারিপাস করে অন্বেষণ। দেখিলবকিং তাগে
কম রাজন॥ অধনেতে নিদ্রা যায় করিয়া শয়ন। দেখিকণ্যা
সবিশ্বয় হইল তখন॥ বিশ্বাসকরিল পুন সিবের আজ্ঞায়।
গায়েহাত সানদিয়া রাজারেচিয়ায়॥ চেতনপাইয়া রাজা ন
য়নমেলিল। পদতলে কামিনিরে দেখিতেপাইল॥ কেত্তমা
বসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিয়াকয়। রাজকণ্যা আপনার দিলপরি
চয়। পুর্ব্বাপর বিস্তারিয়াকহিলতখন। তোমারে চিনেছি তু
মি বিক্রমরাজন। পিড়ায় কাতরহয়ে আইলেহেথায়। আ
মিতব দাসিরাজা গ্রহন আমায়। শুনিয়া ভুপতিকন একথা
নিষ্ঠুর। তুমি রাজকণ্যা আমি পিড়িত বিদুর। আমি হীন
যাতি নহিবিক্রম রাজন। সসাগরা পতি কেনসেহবে এমন
কণ্যাবলে প্রবঞ্চনা নাকরিহ আর। যেহও সেহও পতি নি
তান্ত আমার। গন্ধর্ব্ব বিবাহ কণ্যা করি অনুমান। রাজার গ
লাতে মাল্য করিলপ্রদান। ভুপতি কণ্যারগলে মল্যসম
র্পিল। প্রজাপতি সাক্ষিকরি বিবাহহইল। তবেরাজা আত্ম
তত্ত্বদিল পরিচয়। দেখিকণ্যা পুলকিত হৈল অতিশয়॥
সিবের প্রসাদতারে করায় ভোজন। সিবালয়ে দিলস্থান ক
রিতেসয়ন॥ সুখিহয়ে নৃপবালা গেলেন আলয়। কণ্যাবি
বাহ পরে দ্বিজক বিকয়॥

মহারাষ্ট্র রাজার কণ্যার বিবাহ উদযোগ।

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া কণ্যা মাবাপের কয়। বিবাহক
রিব আমি হয়েছে [illegible] উদযোগ কর পিতা [illegible]
পোত [illegible] নাও আপন পুরে যতরাজগনে॥ বিলম্ব নাহিকসয়
কহিনু নিশ্চয়। আজিকাল মধ্যে কন্ধ নাকরিলেনয়॥ শুন

য়াকণ্যারকথানৃপনৃপষায়া। মহানন্দে গদগদ পুলকিত
কায়া॥ এইকথাকয়্যে কণ্যাহয়্যেঅদর্শন। উপনিত সিরা
লয়েয়থানৃপবর॥ পরম আনন্দে সেবাকরয়ে রাজায়। সু
খকরাইয়াসতি ভোজনকরায়া। সবদাকরয়ে সেবা থাকিবি
দ্যমানে। হেথা রাজা বাহির দেওয়ানে। প্রাত্যমি
ত্র আত্মবন্ধু বান্ধবসহিত। আরষত সভাসত ব্রাহ্মণপণ্ডি
ত। কিবাপুণ্যবান রাজাকল্যাদিতেনাই। বিৎসাত জনয়অ
র একজন জামাই। সেরূপে সভায়বৈসে বেড়িয়ারাজায়। রাজা
নের সভায়েন জোতিতত্বছায়। পুত্রাদিপরশিমানাই স্বপ্ন
রাজার॥ গজবাজি কতআশা শোটাচেরপদার। সেফাইনফ
র কত দাণ্ডায়ে কাতারে। নকিবফুকারেসেনানিতসরকারে
পুত্রগনেনরপতি কহিতে লাগিল। কনিষ্ঠা কণ্যার বাইভাস
ময়হইল॥ আমারে কহিলকণ্যা কাল নাহিআর। আজ
কালামধ্যে বিভাহেতে আমার॥ উপযুক্ত পুত্রসব আছ
ত আমার। উদ্যোগকরহসবে বিবাহের তার॥ আজ্ঞাপা
য়ে পুত্রগনে তখনি ত্বরায়। নিমন্ত্রিতে রাজা গনে ভাটেরে
পাঠায়। কাল্লিহবে বিবাহ বলিয়া দূতসবে। পত্রনায়্যা ভাট
গণ চলিলেক তবে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কর্ণাট সৌরাট। কা
ন্যকুবজ মাড়োয়ার কাঞ্চী পুর হাট॥ মথুরা মগধ গৌড়
উৎকল ভূলাঙ্গ। ভোজ চীন নেপাল জামদী মদ্র যপলীঙ্গ।
এক্ষেত্রেতে ভাট গনে দিল নিমন্ত্রণ। মহা রাষ্ট্রে রাজাগণ দ
[illegible]। পুথি সজ্জা কর্ণাট [illegible] ভৌচমৎকার। [illegible]তায় আ
ছেন রাজা সহপরিবার। [illegible] জামনে [illegible]ভায় বৈসান
মানরাখ্যা রীশ্যামে দাদেন বাসাস্থান। নন্দন [illegible] মাত্রসাধ্য।

সাজায়েপাঠায়। সুখিহয়েনৃপগণ রাহিলবাসায় ॥ বিবাহের দিন স্থিরকরিতে রাজন। গণকেকহিল করীয়তে বীরচন।

॥ রাজা বীক্রমাদিত্যের সহীত রাজকণ্যাবীবাহ ॥

দ্রৌপদী। বীবাহের দীনস্থীর কহীল গণক ধীর পরদিন গোধুলী সময়। রাজা আনন্দীত অতী সদাশুভ সময় তী কৈলকক্ষ বাধার নীর্ণ্ণয়। কণ্যাহয়েসচেষ্টীত সাধ লয়েউপনীত? ছলকরী সাবেরপুজারে। রাজবরে কয়েতো রা অন্ন জলকৈল দান পরেকহে বীভা আপনার। শুনরাজা নরেশ্বর কামীত্ব সয়ম্বর গোধুলী সময় সন্ধ্যাকালে। করীবারে যাবা হাতা আমরেআমারপীতা আনীয়াছে বহু মহীপালে। অন্যজনে মোরমন নাহী ধরে কদাচন তোমাবিনে এতীন সংসারে ॥ অতএব মহাশয় তথাযাবে সেসময় আমীমালা দীবহে তোমারে। শুনীয়া বিক্রমরা য কথায় পুরান। সায় হরষীতে আইল কণ্যাবরে। সে দিন হইল পার পরদীনে পাত্রভায় বিবাহের সমুদয়ো গকরে। সভাসাজাইল কীবা স্থানেহ মণীবাতা চন্দ্রাতপ রবীরকীরণা। কানাত বনাতীসাজ নানাকারেচন্দ্রীকায় কত রঙ্গ শার্দুল কারন। সছগন্দ চন্দনকত বাদানাই কীরণযত চৌতরকে পাড়ীগতাকীয়া ॥ পালোস রাখীল আগে দাক্কগড় বারীভাগে রোসনাই মজলীসে বাতী য়া। বেলোওয়ারা ঝাড় কত দেওয়াল গীরী সতহ ঝাড়ায় দাতা বেলায়া মী নত্তন ধার, নাম চমৎকার পেটের বিচ। রোসনাই তাবতগণীবা জাগীলে সায়দারাহ শোভা তার কহনে নাজায়। পুরীবে

ড়ে আম্রসারে ঃ কদলী রোপীলদ্বারে ঃ নানাবর্ণের পতকা
উড়ায় । বাজে যোড়াশঙ্খকাঁসা ঃ ধামসাদগড় তাসা ঃ দ্বারে
তে বসিল নহবত । রোষণ্চৌকী কতবাজে ঃ বেনু বীনাপাখ
আজে ঃ আর২ কতনানামত । করে মঙ্গলাচরণ ঃ হুলু দিয়া
রামাগণ ঃ করে শঙ্খধ্বণি ঘনেঘন । সভাতেবাহারদীয়া, অ
মাত্য বান্ধব নীয়া ঃ বৈসে শত২ রাজাগণ ॥ তুলনা কিদীব
তায় ঃ যেন একাজেতে হয় ঃ শত২ চন্দ্রেরউদয় । পাথার বা
বাসকরে ঃ উপরে আড়ানীধরে ঃ দেখীযেন ইন্দ্রেরআলয়
নটনটী নৃত্যকরে ঃ সভামধ্যে সমাদরে ঃ গায়রাগ রাগী
গী সপ্তারা । করাদুদ্ধঃথাতকত ঃ আইলযতসত২ ঃ বীবাহ
দেখীবে আসাকরা । বাক্রম আদীত্যরায় ঃ অতীশয় শী
কায় ঃ রাজপারেদীল দরসন । দুঃখীলোক সমীত্তরে ঃ বসি
আছে একধারে ঃ অতীদীন হীন অকাঞ্চন । পরস্পর নৃপ
সর্ব্ব ঃ পক্কাসে আপনগর্ব্ব ঃ দেখাহাসেবীক্রমভূপতী । আ
পনার বীবরণ ঃ মনেকরীয়া স্মরণ ঃ মৌণীহয়ে ভাবয়ে দুর্গ
তী ॥ হইল সময়ক্ষণ ঃ কৈল কণ্যারে সাজন ঃ মীলিয়া য
তেক নারীগণ । চন্দন কুসুমমালা ঃ সাজাইয়া স্বর্ণথাল ঃ
তাহার করেতে সমাপেন । পুরীহৈতে বারীহয় ঃ দেখেসবে
সবীস্ময় ঃ হেরকণ্যা রূপেলজ্জাপায় । একদৃষ্টেনৃপগণ ঃ চে
য়েরহে অনুক্ষণ বিতর্ক করীছে তাসবায় । অরুন্ধতী মন্দো
দরী অহল্যা কাবাম্যাধরী [illegible] রম্ভা উর্ব্বসী কা রম
এরমধ্যে হবেকেহ ধরীয়ামা [illegible] আইল ক [illegible]
উপমা । দাসীহাতে গন্ধমাল্য [illegible] রাজার বাক
যেরেকরে অম্যসন ॥ ভাবে [illegible] পরস্পর [illegible] জয়

ষর মনেং করে রাজাগণ। কারপানে নাহিচায় কণ্যা তু মা
ষ্যাবেড়ায় অবশেষে হৈল সভাপারে। দেখে বিক্রমরাজন
যেন অতিঅকিঞ্চন, দ্বথিসহবৈসে একধারে। দেখেসুখিনপ
বালা, করেলয়ে পুষ্পমালা, অর্পন করিল গলেযার। তাদে
খি নৃপতি সবে, ছিং বলি উঠে তবে, বীরচাল শ্রীনন্দকুমার

কণ্যার বনবাস॥

একেবারে রাজাগণে হৈং রবে। মহারাষ্ট্র নৃপতারে নী
ন্দাকরে সবে॥ ধিকিং বলিয়া করাল কোলাহল। সৌ
রব সাগর ভবকণ্যা হলাহল॥ রাজকণ্যা হয়েএকি কুদবা
চনা। হীনজনে দীলমালা কণ্যাঙ্গলকণা। পীড়াতে বীধুর
জরা আত্তর অসারে। কীবাবুবা আমাদের হেন কদাচারে
কাবাযাতি কোথাঘর নাহী পরীচয়। রাজকণ্যা হইয়া কে
মনে কচাহয়। অদ্যাবধী আমাদের তোমারভবন। আগ
মন অধাগার হইলবারণ॥ অন্নজল গ্রহনকরাবে কোমজর
তনয়া জামাইলয়ে থাকহে রাজন। সুখেথাক নরপতী কর
হ বাস। বৈলং আসীগে আমাদের রামং। চলীল সক
কল রাজা আপন আলয়। রাখীতে নারীলরাজা করীয়া বী
নয়ণ দুথীত হইয়ারাজা ভাবিছে অপার। অধোমুখে বসী
চিন্তাকরীছে অপার॥ রাজার তনয়সব হুতাসন প্রায়। ধরি
আ ভগীনারে সবে কাটীবারে যায়। বাপদগণায়া রাজাক
র নীবারণ। হটাৎ ত্রাস্ত ভাক্রা অতাঅকারণ। রাহবার
হইয়া চারনাহী ত ক্ষেণ বাহয় ভাঙ্গো করক উ
পায়॥ গরীবার হয়েছে অপার॥ ত্রাহ্যণ্যা ক
ন্ত্রীর ঘাগা কেন্দ্রর আর। পা চার বারশেক্ষত হৈলধুরপ

তবে তনয়ার প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন। কি দেখিয়া কি শুনিয়া
করিলি এ কর্ম্ম। অপমানি কৈলি মোরে গেল লোক ধর্ম্ম॥
যাতিতে হইল বাঁটা খোঁটা দিবে সবে। কথায় ২ খাটকারি
লোকে কবে॥ হেটমাথা করিলি এ ভাতৃগণে তোর। দেশজু
ড়ে দারুণ অখ্যাতি হৈল মোর॥ কণ্যা বলে পিতা আমি
বুঝিয়াছি ভালো। জামাই তোমার মণি অন্ধকারে আলো॥
এজন্ম জামাই মধ্যে এই হবে সার। আশুমুদ্রা করগাছি প্
জ্যসবাকার॥ সেবাহাঅ সেকথায় নাহি প্রয়োজন। বরি
আছি মাল্য দিয়া পতি এই জন॥ ইহার অন্যথা আমি করি
জেন্যরিব। তোমার মঙ্গলে বরং এগৃহ ছাড়িব॥ বনেতে ক
রিব বাস সেবিব উহায়। যাহবার হবে সেই ঈশ্বর ইচ্ছায়। ল
লাটে থাকিলে দুঃখ কে খণ্ডাতে পারে। অবশ্য ঘটে তা বি
ধি লিপি অনুসারে। এই কথা শুনি রাজা নিরুত্তর হয়। তবে
ভ্রাতৃগণ তারে গালি দিয়া কয়॥ অভিমানে কান্দে কণ্যা
বহুন আকুল। শলিলে ভাসিল মুখ যেন পদ্মফুল॥ গালি দে
য় ভাতৃগণে মাজ্জন দেখায়। কান্দিয়া কহিছে কণ্যা আপ
নার মায়॥ কেন বা আমারে গালি দেয় সর্ব্বজনে। আমি নিক
রেছি যাহা ভুগিব আপনে। মোর কর্ম্ম ভোগ ... পার বনা কে
হ আর। হইবে নরক স্বর্গ কর্ম্ম যেবা যার॥ আছে স্বর্গ নরক
এ দুহিত প্রমান। কার স্বর্গ ভোগ কার নরকে তে স্থান। ওরে
স্বর্গ ভোগিনক্কে নরক আগমন। এ ... সাহি বকেন কথা স
বাকার॥ বলে২ আখি জলে ভেসে ... মুখ। কণ্যার রোদ
নে রাণি রবিরয়ে বুক। কিছু না বলিতে পারে তবে পুত্রগণ

গে। তবে কণ্যা প্রণমিল মায়ের চরণে ॥ খুলিয়া মায়েরে
দিল বস্ত্র অলঙ্কার। পিত ভাতৃ সবারে করিল নমস্কার ॥ বলে
অলক্ষণা কণ্যা হইল বিদায়। সখে ঘর কর সবে এড়াইয়া দা
য়॥ ইহা বলি যায় সবে বিক্রমের সনে। শিবালয় পাশ্বে প্
রবেশিল উপবনে। জননি ভগিনি পিতা কান্দিল বিস্তর। ক
নিষ্ঠা কণ্যার স্নেহে অধিক কাতর ॥ পরে সম্বরিয়া সবে গৃ
হেতে রহিল। অপুর্ব্ব আখ্যান দ্বিজ কবি বিরচিল ॥

অথ বিক্রমাদিত্যের সহ কণ্যার অরণ্যে বাস ॥

লঘু ত্রিপদি ॥ অক্ষ মতি তিয়ে, পত্রের ক্টি টরে, ভুপতির
ছিল বনে। সেবা করে পতি, পতিব্রতা সতি, দুঃখনাহি ভা
বে মনে। পতিসুখে সুখি, সদা সে সুমুখি, অন্নবস্ত্রহিন থাকে
হেল অতি ক্ষিণা, কৃশাঙ্গি মলিনা, আহ্বরে থাকিল নাকে ॥
পরম সুন্দরি, রূপের লহরি, রহে যেন অতিদীনে। ভবরূপ
ডালি, দিলেহ ঢালি, হইলযতন বিনে ॥ কদাচিত ক্লেশ, না
ছিড়া মে কেশ, নৃপবালা আদরিনি কৃষ্ণবস্তু যেন, পরিধি
বসন, ধরিয় অতি কৃশাঙ্গিনি। নামিলে বসন, নামিলে আস
ন, অতরণবাহি গায়। মলিনা ধলায়, তবু রূপে তায়, ত্যজে
দামিনী লজ্জায়। একাকিনি বনে, থাকে পতি সনে, অনো
নেকাটে দিন। কভু জলাসন, কভু ফলাসন, বিধি করিল অ
ধিন। অতিশয় ক্লেশে, বসিয়া মহেশে, স্মরিয়া কান্দে রূপ
সি। শলিল গলিত, নয়নে লম্বিত, কেসর বদনশশি ॥ এই
রূপ দায়, কিছু দিন যায়, পরে শুন বিবরণ। তার ভাইগণ মৃ
গয়া কারণ, উপনিত সেই বন। সেনাগন সনে, পশিয়া কান
নে বহু মৃগ মারি খায়। কণ্টক পাকার, রাখে তারে তার, ক

ণ্য। দেখিবারে পায়। করিয়া মিনতি, বিক্রমে যুবতি, কহি
ছে শুনরাজন। মৃগয়ায় সাজি, এইবনে আজি, আইলমোর
ভাতৃগণ। করিয়া স্বীকার, খাজাইয়া ভার, রাখিয়াছে দেখ
শুই। শুনিয়া রাজন, জিজ্ঞাসে তখন, রাখিয়াছে মৃগ কই
সেখায় যুবতি, কহে শুয়া ভুপতি, মৃগমাংসে লোভহয়। খা
ইবার আসে, অতিপ্রিয় ভাসে, রাজকণ্যা পুতিকয় ।। মৃগ
মাংসাহার, করিতে আমার, ইচ্ছা হইল অপার। কহিতা
তৃগনে, আমার কারণে, আণিবারে যদিপার ।। আশানিবা
রণে, সত্ত হইমনে, লোভের শান্তি উচিত। শুন কণ্যা কয়,
শুন গুনময়, একথা বিপরিত ।। তোমার কারণে, মোরে
দশেরবনে, তাহাতো মান আপনি। তবনাম শুনে, অতিক্রোধ
মনে, মোরে দহিবে তখনি ।। কহিছ আমারে, মাংস আ
নিবারে, কভুনাহি দিবে তারা। পাইয়া এ ছন্দ, করেকত ম
ন্দ, হবে অপমান সারা। শুনি রাজা কয়, ইচ্ছা অতিশয়, হই
ল মাংস ভোজনে। কিহবে উপায়, কহনা আমায়, মৃগমাং
স ভোজনে ।। মোর বাক্য ধরি, গোপনে সুন্দরি, যাহ তব মা
র কাছে। মেথস রন্ধনে, দিবেন গোপনে, ভালবাসা তোরে
আছে ।। শুনি কণ্যা কয়, সেহবার নয়, মাতো একা নাহি থা
কে। সাজিতার ভার, আছে পরিবার, কহস্তা তাহারে রাখে
মিথ্যা মাবভাই, মাংস দিবেনাই, লাঞ্ছনা হইবে সার। লো
ভ শান্তি কর, ওহে গুণধর, ভণে শ্রী নন্দকুমার ।।

মাংস ভিক্ষার্থে কণ্যার মায়ের নিকট যাত্রা ।।

পয়ার ।। রাজা বলে রাখ কণ্যা বচন আমার। জননি নিক
টেতে যাহ একবার ।। পুকার করিয়া মাংস দিবে সবিস্তি

ন্ত। তোমারে আছয়ে স্নেহ না হবে বঞ্চিত॥ এইরূপে কণ্যা
জনেরে জারকথন। মাশ্শনিয়া গৃহে গেল রাজপুত্রগন। কি
বা দৈববিড়ম্বনা ধৈর্য্যপলাইল। হেনরাগ হয়্যে মাংসজ
ন্যে ল্যালাইল॥ সময়ের গুণেতে সকলি কলছাড়া। উরুভ
য়ে দজ্জবনে শৃগালের তাড়া॥ রাজারে রাখিয়া কণ্যা করি
লে গমন। অবিলম্বে জননি নিকটে দরশন। দিণাক্ষিণা হইল
নাহি ভূষণবসন। মলিনা হয়েছে নাহি পূর্ব্বের মতন॥ দেখি
য়া জননি তারে কান্দিতে লাগিল। দুইচক্ষে চারিধারা হইয়
য়া ভাজিল॥ ক্রমের মেলে আসি যতভগিণিগণ। দেখিয়া ভ
গিনীর দশা করিছে রোদন॥ বলে রাজকণ্যা হয়্যে একি বিড়ম্বনা
আপনার কর্ম্মদোষে তোর এযন্ত্রনা॥ দেখি বুক কেটে ছিলি
অকলঙ্ক চাঁদ। ক্লেশপায়ে তনু শেষ নাহিক শ্রী ছাদ। অক
র্ম্ম করিলি আমাদের মাথা খেয়ে। মুখ দেখে মরি নারহিতে
পারি চেয়ে। চাহিয়া ভগির পানে কান্দে ভগিনিগনে। আ
ড়ে ওড়ে থাকিয়া শুনিছে ভাজিগনে॥ পর স্পরশালাযুসা
করিছে তখন। পাপিনি সাপিনি আইল কিসের কারণ। জ
ননিকে কহে কণ্যা করিয়া বিনয়। যারে মালা দিয়াছি সে সা
মান্য নাহয়॥ বিক্রম আদিত্য রাজা উজ্জলাধিপতি। শনি
রকোপে তেপড়ে তার এদুর্গতি। চিরকাল কিছু তার নারাহ
বেহেন। প্রকাশিবে দসাতে গ্রাসান্তে শশি যেন॥ এখন য়ামা
রকথা হবে বিশ্বাস। দেখিবে সকলে যবে হইবে প্রকাস
ম্রগন [illegible] সখাই তোর হইয়াছে লোভ। লাগিতে আইনু মা
[illegible] পাই ক্ষোভ॥ যদ্যপি কিঞ্চিৎ দিয়া কর উপগার।
আ[illegible]শা লোভ আছে নাহিক তোর॥ শুনি জননির মনে দয়া

Imp. 4397, dt. 9/10/07

দয়া উপজিল। রাক্ষস মাংস খানি চারি দিকে ছড়াইয়া দিল। তা
হা দেখি ভাজগণ ফিরিয়া আইল। জড়িজনে শাশুড়িকে
ভৎ সিতে লাগিল। কন্যারে মারিতে কায় রাক্ষসি রাখি
লারে কোন্ত। কিসের আদর বেটা থাকে নাহি। উঠ্যা বিয়া যা
ও খাও য়গে তায়। মাংস দিয়া যাহবদি মারিয়া খাওয়ায়।।
বেগে কোন্ত নারিয়া কাড়িয়া নিল সবে। অভিমানে কেকান্দে
রানী যাব বহেন্স আম।। চৈরেন্দ হুতাশে মায়ে দ্বঃ পাছে চায়
দেখিয়া জননি চক্ষের জলে ভেজে বায়ন বিদায় হইয়া কান্যা
করিল গমন। অবসন্ন হয়ে আপনি চলে চরণ। রাজার নি
কটে আসি কান্দিতে লাগিল। কহিল বিস্তারি অপমান যথা
করিল।। অভিঝরে কান্দে কন্যা কাতর অন্তর। শুনে থিক
রয়ে তারে বিক্রম ঈশ্বর।। দুঃখ ন ভাবিহ কন্যা সম্বরহ রোদন
অপমান পাইলে শুদ্ধ আমার কারণ।। তোমার দুঃখেতে ব
ড় জনমিল ক্রোধ। অবশ্য ইহার আমি লব প্রতিশোধ। লো
ভশাস্তি হৈল ক্রোধ মাত্র কামিনীর তার। রাজার প্রবোধে শো
ক দূর হৈল তার। কাতর হইয়া অতি বিক্রম রাজন। লাগিলে
করযোড়ে স্তব করিয়া ভনেকেন।।

বিক্রমাদিত্যকে পার্ব্বতীর উপদেশ।।

ত্রিপদি। নারায়ণি সুরেশ্বরী, কমলা কল্যাণি রমা, জ
গবিনন্দিনি মহামায়া। সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনি, কৃপাহৃদে বিল
সিনি, তুমি মা সম্পদ অধিষ্ঠাত্রি, ধনধান্য সুখভোগ
তোমার কৃপার যোগ, মনুষ্য আকার কারিনি যারে কর
কৃপাদান, সেই হয় ভাগ্যবান, তুমি গো মা অধম তারিন।
তো মা রমা হমা রভজে, আনিন্দে অনিশুনে, বাধাস্তে মাপ।

তিণ না ভব রোষ্ণভারে ভিরিয়া বল্ল, হইলাম কত সভ্ এই
কিসা ত্যাগকে অহঙ্কত। এখনে আনিনু বড়, তোমাকে তে শু
নিবড় জমিন ছোট হইতে আপনি। কত্তি কি আমার ভায়৷ তো
মার অভক্ষায়, ইনদেঙ্ক রক্ষাকেরয়ে, জননি। বসিতে২ রায়
আছিক কোন তোমার, রৈজ্যে আনিসা মাতা মনে। আইলু
জমার কলি, হইলা বিহর পাক বিক্রম আদিত্যের মোহ
নে। যেথারাজা শুবকারে, তথ্য একত্রবারে, বসিলেন হরে
স্যাকলিতে কবতরি নরপাক কোতরহইল। অতি বৃক্ষমুখে
হইলা নিদ্রিত। রাজকর এতমনদরে পাদসম্ভাগন করেন
তিজলে তারে ভেকগণ। মায়াজনি সর্প কার উদরেথাকি
রাজার ভেকারবেদ করিছে গজন। আছে আহারি রাজারে
বাহিইতেন। হিলম্বর আপেঃ কাগজ যকাল শনি। রোষ
ইতেন ঠাকুমার বলে শুন দুরাচার ভোগর তোমার এ
রানী পৃণ্যচল্ল কনপাধিরঃ জন্যজল যুধিষ্ঠীর অকারণে
দুঃখাদলিতায়। সর্পরূপে শুনীঠাঁ, নৃপগত্তে আছরঃ অ
নবিজ তুপাত্রা তোমায়। আমীযে আইম ত্রুরঃ তোমারে
করীতে দুরঃ ওশুধকহাববীবরণ। যেজোআছ সেইজনঃ শুন
বলি নিরূপনঃ ভারহবে কাত্রকরাজন। অহিমাবেতেক কয়
রূপ্যার শ্রবণহয়ঃ চাত্রকপে শুনেশুনবজ্রা। কিজনা কহেছে
পরে জলাপেড়া দূরকরে, শুসমনী তাহার দেবরাত। বেকে
মধাত্তরশাফুলঃ অনন্তইশেরমুল এায়র্বা ষ্ট পাতাড়া বকলে
শুকলে পাকা মূল আমলকি কয়াফুল হরীতকী বাল
শামূল। এইদ্রব্য বারোখান শিলেবাটে। আবধান রাজারে
খাওয়ায়যদিকেহ। তবেওর ভোগহায় জলাবন্য রাজা

পায় গলেযায় তোর সপদেহ ॥ ভেকেকীকরীবে পাসএতে
তোর সর্ব্বনাস নীশ্চ । কহানু আমিদার । এইকথাবলী ছলে
কমলাস্বধামে চলে বীরচাঁদ শ্রী নন্দকুমার ॥

রাজা বিক্রম আদিত্যের শরীরহৈতে প্রানত্যাগ ॥

পয়ার । শুনিয়াপক্ষের মুখে এতেক বচন । নৃপসুতা হর্ষ
িতা হইলতখন ॥ আনন্দে ভাসীলতনু পুলক স্বিৎকার ।
বিক্রমারে মনে২ করেনমস্কার ॥ আনন্দে বাতোলবস্ত্র সচ
ঞ্চলগায় । ভাবে কতক্ষণে রাজা হইবেচেতন ॥ কৌশলে বাল
ছে নীদা ভাঙ্গিলরাজার । পুর্ব্বাপর রাজারে কহীল সমাচার
যেরূপেতেমনারপত্তী বাঙ্গমা কহীল । শুনিয়ারাজার মনেয়ান
ন্দ বাড়ীল ॥ পুকারে বুঝীলরাজা কারণসকল । কৃপাকৈল
সুজনা বিক্রমারূপছল । জটা রেতে বৈসেরাজা পুলকীতকা
য় । ঔষধ খুজিতে বনেনে পণ্ডিত যায় ॥ নানাবন বেড়াইয়ে
ঔষধ তুলীল । একযোগে সাদিতারে জীলাতে বাটিল । প
ক্ষের ঠোঙ্গায় আনি অতি যত্নকরি । ভুপতিরে দীলখেতে য
রিয়া শ্রী হরি ॥ বিক২ বলী রাজা করিলেন পান । উঠ্যাজিয়া
ভুপতিতনু সবিস্ত পয়ান ॥ মায়াসর্প কারগলে হইলপূর্ব্বস
জলহেল সপহৈতে ছালযাহাবিব ॥ শোচেযেতে বারেকাষি
গতসব হয় । নির্ম্মল হইল রাজা পত্তানাম্বিরয় । দিনে২ দি
ব্যরূপ লাবণ্য হইল । গাসে মক্তহয়েযেন শশিপ্রকাশল
পুর্ব্বেরমতন সবহইল রাজার । সনতুমদূরহৈল ক্লেশ আরসব
য় ॥ কন্দর্প সমানরূপ দেখিমিজপতি । আহাদে গ্যরে স
ন্নাহইয়াযুবতি । আকার পুকারে দেখি হইলবিস্ময় । বি
ক্রম আদিত্য রাজা হইবেনিশ্চয় । হেনরূপ লাবণ্য অন্যে

কেন ছিলয়। উজ্জয়িনীর অধিপতি ইনি জানিনু নিশ্চয়॥ গলায়
অঞ্চল দিয়া ভক্তিভাবে অতি। স্তব করে ভূপে সবিনয়ে রসবতি
ক্ষম অপরাধ রাজা অকৃতজ্ঞা আমি। তুমি রাজা বিক্রমাদি
ত্য ধরা স্বামি॥ সের অপরাধ কত হয়েছে আমার। ক্ষমি
য়া সে সব দোষে কর অঙ্গীকার॥ স্তব শুনি ভূপতি তাহারে
হাসি কয়। তুমি প্রিয়া প্রাণতুল্য কেন কর ভয়॥ তোমা হৈ
তে সুনির পীড়া হতে পাইনু প্রাণ। মম প্রিয় নাহি আর তোমা
র সমান। আমার কারণে দুখ পাইলে অশেষ। রাজকন্যা
য়ে সাজ সহিলে কত ক্লেশ॥ পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সেবা কৈলে
মোর। যত কাল ছিল আমি হইলাম তোর। তব দুখ ভাই
আজি। দেখিয়াছে সবে। ঐশ্বর্য্য দেখায়ে মোর দুখ দূরে
যাবে। মা গনের কারণে কত কৈলে অপমান। তার শোধ কলি
লে সুস্থির হয় প্রাণ। কন্যা বলে সে সব উৎপাতে কাম নাই
ভালে ভালে দেশে ভাল চল ঘরে যাই॥ রাজা কহে যারস্মে
ক্রমে আছে তার। সম্প্রতি সবারে দেখাইব চমৎকার॥ মা
নসেতে নিজ দূতে স্মরে মহিপাল। স্মৃতি মাত্রে সাক্ষাতে তে
আইল বেতাল॥ অলক্ষিতে কথা কহে ভূপতির সনে। র
সকৃষ্ণ শ্রী নন্দহাসে কারভাগে॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥

।পয়ার। বেতাল কহিছে কেন করিলে স্মরণ। কি করিতে হ
বে বল বিক্রম রাজন॥ বৎসরেক ডাক নাই কহে নরপতি। আ
মা কাছে সদা নিতে আছয় ছিনু আজি॥ সংপ্রতি হইনু মুক্ত কর
এই কায। রায়াতে কর এক পুরি বলমায়॥ আজ্ঞা মাত্র নি
র্মাণ করিল পুরিখান। বিচিত্র কাঞ্চন ইন্দ্র আলয় সমান॥

নায় রত্ন খচিত অহল্যভিত্ম করে। স্ফটিকের স্তম্ভগৃহ পান্নের
পাথরে॥ মণিদাম অনুপাম স্তম্ভেতে বেষ্টিত। ময়ূর পক্ষের
সুবচামরেতে বেষ্টিত। সিংহাসন সুশোভন মণি বিরাজিত
চন্দ্রাতপ বাল্যাতপ কিরণমাজিত। মুক্তারলম্বিত গজমুক্তার
ঝালর। কিকব পুরির কথা অতি মনোহর॥ বন উপবন কত
দিঘি সরোবর। সোনার কপাট দ্বার অতি পরিসর॥ নির্মাণ
করিয়া দেখাইল নৃপবরে। দেখি সুখি হয়ে রাজা সুরেশ অ
ন্দরে। উজ্জ্বলে আছিল যত ভাণ্ডারের ধন। অশ্বগজ দোয়া
পাতিক অদাতি গণ। চক্ষের নিমিষে সব আনিল বেতাল॥
তারে পুরি মধ্যেতে বসিল মহিপাল। বাহিরেতে কাটগড়া ব
ন্ধিয়া রাজন। সম্বোধি বেতাল তাকে কহিল তখন। এক কর্ম
কর আর শুনহ বচন। তাড়াইয়া আন বনে যত পশুগণ। এই
কাটগড়া মধ্যে বান্ধহ সকল। রক্ষক থাকিবে নেন নাহি হয়
চল॥ সিদ্ধ বত বেতাল যে বত্ন আছে তায়। অরণ্যে পশিয়া পশ
শু ধরিল হেলায়॥ একেবারে আনিয়া পুরিল কাটগড়া থর
থায় ২ সব বান্ধিলেক দড়া॥ মহিষ গণ্ডার মৃগ শশাক ভল্লুক
বরাহ হরিণ ছাগ শরভ শার্দ্দুল। বনরুহ শল্লারু ঘোটক কত
আর। একত্রে বান্ধিল সব ভিতরে তাহার। রক্ষক বেতাল তা
ল রহিল তথায়। এইরূপে কিছু দিন সেইখানে যায়। দৈবে
সেই মহারাষ্ট্র পুত্রের তনয়। অন্নপ্রাশনের তরে হইল সময়
নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ে আনে রাজাগণে। তনয়ার বিবাহের প্রসঙ্গ
য় কারণে। সময় অন্নপ্রাশন একযোগে হয়। পুত্রাবর মৃগ
য়া করিতে মনে কয়। মৃগয়া কারণে সেনা করিয়া সাজন। অর

শ্যে প্রবেসকরে রাজপুত্রগণ। নানাস্থানে নানাদম করিছেত্র
মণ। কোনপশু নাহিবনে ভাবেসর্ব্বজন। দুরং বনেগিয়াকরে
অন্বেষন। জিবজন্তু সনেনাহি হয়দরশন। ভাবেসবেএযে হে
রিবড়চমৎ কার। বুঝিত্তেনাপারি কিছু কারণইহার। বনেনা
হি বনচরস্বিকার নিস্ফল। কোনদেবতার হেনকরিয়াছেছল
কালিকল্ক হবেমাংসনাপাইনুতার। কিরূপেরহিবে লজ্জান্
পব্যবহার। এইরূপে বনেং করিছে ভ্রমন। বেতালেরমুখে
শুনে বিক্রমরাজন। ছলোত্তেছ লতে রাজামনেরআবেস। ছা
ড়িনিজবেশ হৈলসন্যাসিরবেশ।। পরচুলেজটা কৈলভস্মক
লেবরে। অশরজ্জু কটিতটে বৃক্ষচক্ষ পরে। লোহার চিম্টা
হাত্তে কক্ষেগাঞ্জা আটি। গলাত্তেপরিল রামতুলা সরকাটি
কাটগডামধ্যে আসিদিল দরশন। দরজা চাপিয়া রাজাক
রিলশাসন। মৃগচক্ষ পাত্তিয়া রাখিলগোলাত্তেলা। হইল বে
তাল তাল ছদ্দবেশেচেলা। আমি কাষ্ঠেরজ্জু দাখুনিজ্বাল
ইল। তারাটি হস্তেত্তে গাজা খাইত্তেলাগিল। এইরূপেক
তক্ষণে রহিলরাজন। হেথামৃগ অন্যেসিছে রাজপুত্র গন।
মৃগনাপাইয়া দুঃখে ভ্রমিত্তেলাগিল। বেড়াইয়ানানাবন কা
তরহইল। উপবনে আসিয়া হইলউপস্থিত। অট্টালিকা ম
য়পুরিদেখিয়া বিস্মিত। পরস্পর বলেসবে একি চমৎকার
গহনকাননে পুরিনির্ম্মিয়কার। সম্প্রতি হয়েছে ভাইবড় দি
নরয়। আগেদেখিনাই হেথা এমনআলয়।। কেহবলে একি
তাইরত্তেশোভাপায়। বিশ্বাসে করিল পুরিকোন দেবতায়
রাক্ষস খক্কসকিবা দানবমানব। কেহেনকরিল বাড়ি কর অ
নুভব। কেহবলে এইমোর হয়অনুমান। বিশ্রামকরিত্তে

কোন রাজার সন্মান। বিতর্ককরয়ে এইরূপসর্ব্বজন। কিছুদু
রেকাটগড়া হৈল দরশন॥ নানাযাতিঃপশুবান্ধা তাহারভি
তরে। দেখিয়া সকলে অতি বিস্ময় অন্তরে॥ পরস্পরকহেস
বেবুঝিলাম সার। বনেযে নাহিক জন্তুকারণইহার। চিন্তিয়া
কহিছেসবে এইযুক্তিসার উচিতজানিতেকহে শ্রীনন্দসমার

রাজপুত্রগণের ছদ্মবেশী সন্ন্যাসি সনেসম্ভাষ।

ত্রিপদী। তথ্যজানিবারতরেঃ দূততাসকলে করেঃ কাটগ
ড়াদ্বারে আগমন। দেখেমৃগচর্ম্মোপরেঃ বসিয়া সন্ন্যাসিবর
প্রণামকরিলসর্ব্বজন। আসিসকরিয়ারায়ঃ বসবলে তাসবায়
ক্রমেং নিজপরিচয়ঃ করিয়াতকাতিনতিঃ কৃতাঞ্জলি হৈয়াঅ
তিঃ সকলে সন্ন্যাসি প্রতিকয়। এইযেবনে আশ্রয়ঃ করিয়া
ছমহাশয়ঃ বহুদিন নাহবে গোশাঞি। এইবনে আসিযাই
পূর্ব্বেমোরাদেখিনাই ॥ অদ্য আসি দেখিবারেপাই। বিক্রম
আদিত্যকয়ঃ বহুদিন নাহিহয়ঃ সম্প্রতি এসেছি এইবনে।
বহুদোষ নাহিরবঃ কালিকি পরশুযাবঃ অন্য আর তীর্থপ
র্য্যটনে। শুনিরাজপুত্রকয়ঃ শুনিযোগি মহাশয়ঃ জিজ্ঞা স
কহিবে একবার। কাটগড়ামধ্যেযতঃ জন্তুআছে নানামত
বলিবারে পারনাকোকার। শুনিয়া হাসিয়াকয়ঃ কিবাদিব
পরিচয়ঃ এজন্যে ভ্রমবনেং। কাননেং যাইঃ যত জীবজন্তু
পাইঃ ধরেআমি যজ্ঞের কারণে। পুজিয়া আপ্তকামায়ঃ বলি
দিয়াতাসভায়ঃ কহিলাম ইহারকারণ। শুনিয়া যোগিবচ
নঃ বিস্ময়নৃপজগণঃ বলেঅসামান্য এইজন। ইহারঅসাধ্য
নাই? বাঘেমৃগেএকঠাইঃ রাখিয়া ছ হিংসানাহিকরে। আ
রদেখ চমৎকারঃ বনে এজন্তুঅপারঃ নিরন্তরে কেনকারে

ধরে। তাঙ্কাকরে এস্থে ইঃ একমৃগলয়েযাইঃ আত্মকার্য্য
সাধে স্বকারণ। সকলেধর্ম্ম তহয়, সন্ন্যাসির প্রতিকয়, আত
শয়করিয়াযতন। যোড়হাতে করেস্তবঃ সবিনয়ে নৃপসব
বলেশ্রীকাকর যোগিবর। কন্যাউপস্থিত ঘরে, নাহিহয়নৃপ
ভরেঃ মৃগনাহি কানন ভিতর। স্বীকার নাহিক হয়ঃ অন্যকৈ
নু অতিশয়ঃ ভূমিদয়াকর মতিমান। সাধর এনিভিরয়ঃ পর
দুঃখেদুখিহয়ঃ করপুত্রঅনুগ্রহদান।। করযোড়েতাঙ্কাস্থা
গিঃ একহরিণের লাগিঃ কহবান নাহয় কৃপণ। শুনে যোগী
সিহরিয়াঃ জিহ্বাদশনে কাটিয়াঃ হস্তদিয়া ঢাকিল শ্রবণ
কিকহিলে মৃপদেবঃ আরবার নাহিচাভঃ ফিরেযাও কথা
বিপরিত। চণ্ডিকার প্রতিনিবঃ কেমনে তোমারে দিব, কেন
হেনকহ বিপরিত। রাজপুত্রগনেকয়ঃ ক্ষতিনাহি মহাশয়ঃ এ
কেকন্যা নাহবে পতনে। নিতান্তআমরা সবঃ আশ্রিত চরণে
তবঃ কর কৃপাদান অকিঞ্চনে। রাজনিজে ব্যবহারঃ যানে হ
রিণ স্বিকারঃ ভোজননাহয় সবাকার। অতএব মহাশয়, দে
হ হইয়াসদয়ঃ বিরচিল শ্রীনন্দ কুমার।।

অথ রাজ কন্যার পীত্রালয়ে যাত্রা।।

পয়ার।। সন্ন্যাসি কহেনমৃগ চাহ বারং। বহুজনেধরিয়া
ছিদিবকিপ্রকার। কিন্তুএক আছেতার বিশেষ কারণ। ক
রিতেপারিলে এককরিব অর্পণ।। দাসত্ব আমারকাছে ক
রিলে স্বিকার। মৃগদেই একক্ষণে নাটক নাহীতার।। শুনপ
রম্পারককে রাজপুত্রগণ। এরকাছে দাসহৈলে ক্ষতিকিএমন
একবারদাস হয়ে মৃগযদি পাই। মুখেতে বলিয়াযাব হানি
কিবা ভাই। এতবলি সভেবলেরচন্দ্রবিলাস। দেহ মৃগ মহাশ

য় হইলাম দাস। সন্যাসিকহেন সেকথা।তেকিবাহয়।আ
মার প্রত্যয়েএকরাখহ প্রত্যয়। রাজাগণবলে আছিরাজা
তেএখন। বিশ্বাসকারণ কর বিশ্বাসযেমন। সন্যাসিকাহন
দেখ চিমটা আমার। ইহাতেতাছয়েক ডাবেথহ লোহার
পোড়াইয়া পোদে দাগদিব লবা কার। ইহাতে পারহ আই
ল করিয়া খিকার। শুনিয়া সকলেবলেএতবড়তার। কড়া
পোড়াদাগ পোঁদে দেব কিপ্রকার। কতক্ষণ ভাবিয়াকহিছে
একজন। লইলেই দাগবল ক্ষতিকোএমন।। কাননেহইবেব
ল কেজানিবেআর। সন্যাসি পরিশুধাবে দেখোআপনার।।
কাপড়েথাকিবেঢাকা লক্ষ্যানিকেতায়। নৃপলয়েযাইচলনহে
রভদায়।। লজ্জাসজ্জারক্ষাপায়উপস্থিতকাজে। কেকোথা
পাইবে টেরএতবনমাঝে।। এতবলি সর্ব্বজনে সম্মতিহইল।
সন্যাসিরেসবজন বিশেষকহিল।। কড়াপোড়াইয়াপোদে
দাগদিল রায়। দাসহয়ে নৃপলয়েসবেঘরে যায়।। রথমকর
য় গিয়াগৃহে আপনার। অন্নপ্রাশনেরকাল হইল নিদ্ধার।।
সভাকরি বসীল যতেকরাজাগণ। নানাপ্রকারেতে কথাহই
লতখন। হেথাবনে বিক্রমআদিত্য মহারাজ। সম্মুক্তি হই
লছাড়ি সন্যাসির সাজ।। তালবেতালের প্রতিকহিলরাজস
আমার পোসাকআনি দেহএইক্ষণ।। তখনি যোগায়তারা
পরিলরাজন। কণ্যারে সাজায়রাজা দিয়া অভরণ।। অপুর্ব্ব
দোলায়নিয়া চড়াইলসাধেঃসিলেক মাণাক একশিশু আ
সির্ব্বাদে।। দাসদাসিদিলকতসঙ্গেনিয়োজন। কণ্যারেপাঠা
য়েদিল পিতারভবন। দাসীসঙ্গে রাজকণ্যা পসিলামহলে
দেখিয়ারূপেরছটাধাইলসকলে।। চীনিতে নাপারে কেহ

য় পরিচয় । পরিচয় পায়েসবে হইল বিস্ময় ।। সমাদরে বসা
ইয়া কুসলজিজ্ঞাসে । জননি জনক আতি আনন্দেতে ভাসে ।
মুখচুম্বনা দীকরী রাণীর আহ্লাদ । পুত্রকেত অবিরত করে
আসির্ব্বাদ ।। মন্দবলে ছিল পূর্ব্বে যত ভাজিগণ । পুনর্ব্বার
সোলে আনী করিয় যতন ।। পরেবালকের মুখে অন্ন দিলেঅ
ন্ন । যৌতক আযোস সবেকৈলযে ব্যাভার ।। শুক সম্পাকিয়
যায়া আসিব্বাদ করে । অন্যে ২ আসিব্বাদ করেতারপরে ।
যৌতুক স্বরূপ অভরণ করেদান । বসনভূষনকত স্বর্ণেরনির্ম্মা
ন ।। মনোরমা প্রতিআসী কহে ভাজোগণ । ঠাকুর ঝিসমোরে
আদেখালে এতক্ষণ ।। অথের গৌরবে সর্ব্বজন ভালবাসে । রূঙ্গ
দেখানোর মামনে২ হাসে ।। অসময়ে এরা ছিল অপমা
ন সময় দেখীয়া আজীরা খীছে সম্মান ।। বাস্তব বীবসন ছেঁহয়ে
গেছে কালী । মাংসজন্যে ঝেটামেরে দীয়াছেন গালী ।। হৃ
দয়ে মাঝো আগে সব আছে মনে । সকলসহ্য তা করে জাহী
এ জাবনে । ইয়ৎ হাসায় খণউঠীল তখন । আসাৰ্ব্বাদ করী
বারে কয়ীলা গমন । যৌতুক মাণীক দাম দেখে সর্বজন ।। হ
ইল বিস্ময়াপন্ন সকলে তখন ।। সভ্ত নৃপ তীর্থযা মূল্য হয় যার
হেনরত্নখীল তনে শ্রী নন্দকুমার ।।

রাজা বিক্রমাদীত্যের আগমন ।

জাপদী । বনোদে লইয়া পরে, ভাজিগণ সমাদরে, বসাই
ল রত্নসিংহাসনে । ভাতৃগণে হৃষ্টম তিঃ আদরপুর্ব্বকে আতী
তসীছে ভগীনারে সযতনে ।। বাহীরেসভায়কত, নৃপবেসে
সত২ঃ সমাধানকরে নরপতি । আসেপাশে পুত্রগণঃ আর
কতবন্ধুজনঃ ভুমন্তেছে পুলকীত অতি ।। হোথায়বীক্রমরা

জঃ করীলা আপনসাজঃ পরেযোড়া রতন অভরণ। অঙ্গুলে
অঙ্গুরিহাতেঃ মাণিক মুকুটমাথেঃ শীরেপেচ কলগাত্তোরন
ভস্ববন্ধ মণীহারঃ কাদাবন্ধনাতারঃ কণ্ঠেসোভে সগুচ্ছ
চৌঙ্গড়ী। কাঙ্ককপাদ্রকাপরাঃ হাত্তেত্তেচাবুকধরাঃ ঘোড়া
য় চাড়িয়াতড়বড়ি॥ পাঁচহাত্তীআরধরাঃ সঙ্গেচলে হরকরা
কামরূপী তাল ও বেত্তাল। আরকত্ত আড়দালাঃআগেপা
ছেধায়চলীঃআশাসোঁটা চোপদারত্তাস॥ নীসানচলীলক
ত্তঃ উটেডঙ্কাবাজেসত্তঃ আগে২ নকীবফুকারে। বীক্রমআ
দাত্যরায়ঃ নগরে প্রবেসি যায়ঃ ভুপাত্তির সভা দেখীবারে
চিমাটালইয়া সাত্তেঃ তালবেত্তালের হাত্তেঃ পরীক্ষালইত্তে
নীরহাস। অপমান কৈল তারঃ সেইদুঃখে আছে সারাঃ
তেইকৈল বৈভব প্রকাস॥ কামত্তুল্য রূপবানঃ সুলাবণ্যে
র বাখানঃ মনুয্যতেমননাহি আর। দেবত্ব কীঞ্চাৎ আছে
গন্ধর্ব্বাংশে জন্মাআছে, সর্ব্বাংশেত্তে শ্রেষ্ঠসবাকার॥ জানী
য়া কাঞ্চনকাঞ্চিঃ বরনহরীদ্রসাঞ্চী, অশ্বরথে নীশাকর প্রা
য়। অত্তীসমারোহে যায় সকলেদেখিত্তে ধায়, দেখীয়াপু
লকেসবেত্তায়। নগরেহইল গোলঃ জনরবে উত্তরোল প
রস্পর শুনেনরপত্তি। কেশুনে কাহারকথাঃ বলেআইলদে
বতাঃ হবেকী কাত্তাকরত্তীপাত্তি। বাস্থয়হয়েতখনঃ উঠাসস
ভাস্তজনঃ একদৃষ্টেকরেনিরক্ষণ। আগেডঙ্কালোকজনঃনকী
ব ফুকারেঘন পশ্চাত্তেত্তে বীক্রমরাজন দেবত্তুল্য অবয়ব দে
খীয়াচমকে সব কেহনা চীনাত্তে পারেঠাম। কত্তুদেখীনাই
তায় শুনে পরস্পর রায় ভুপত্তী বিক্রমাদীত্য নাম। ম
হারাষ্ট্র নররায় স্রেষ্ঠত্তম ভাবিত্তায় অব্যর্থ নাকরে স্বপ্ন

দ্বারে। প্রণাম্য বসুন দায়া সকৃতাঞ্জলি হইয়া বাইচ ।

শ্রী নন্দকুমার ॥

রাজপুত্রগণের দর্পচূর্ণ ॥

পয়ার। সযতনে মহারাষ্ট্র নৃপতি তাহায়। আপনার সঙ্গে
আনি বসায় সভায়॥ স্বাগত সম্ভাষ রাজা করিল তাহারে।
পরিচয় কোনমতে জানিতে নারে॥ ঠারেঠোরে নানা
কথাবার্তা কয়। কোনমতে না হয় মেটে মনের সংশয়। অন্ত
রে শুনিলে যত বর অঙ্গনাগণ। দেখিতে আইল সবে হইয়া গো
পন॥ রূপ দেখি বিস্ময় বাসরে আপনাকে। পলকনা পড়ে চ
ক্ষে আছে থেকে২। আপন২ পতিমনে নাহি ধরে। দেখি
তনু ভূপতির অতনু লাহরে॥ কটীতে না থাকে বস্ত্র খসে
পড়ে। পায় জড়াল হেল কোলের কাপড়ে। পুরুকঞ্চুক
জোর পড়ে গেল ফাঁক। স্পন্দনা হাইক কার অমনা অবাক কো
নারী রন্ধনে আছিল গৃহমাঝে। রাজারে দেখিয়া মন নাহি
লাগে কাযে। দেখাব কেমন রূপ অভিলাষ হয়। ব্যস্ত হয়ে র
ন্ধন করিল বিপর্য্যয়। শুষ্ক রান্ধিবারে হাঁড়ি উনানে চাপায়
ব্যঞ্জনে বাঁনে জলে চালু ঢাল তায়॥ শাকে দিল শুক্তা নাহি
তেল জল ঝাল। শুধু হাড়ি জ্বাল দিয়া ভেজাইল জাল॥ মাছে
র অম্বলে চিনি দেয় ভাড়া ভাড়া। দুগ্ধ ঘরে উনানে চাপায়
দধা হাড়া॥ এইরূপে রন্ধনে হইল আটা আটা। রবন ছেড়ে
ঝোল রান্ধা ঘন দেয় কাটা॥ দেখিতে রাজারে অতি হইল ব্য
স্তে। পরমান্ন রান্ধিয়া লবন দিল ভুলে॥ হেথা কত ক্ষণ প
রে বিক্রম রাজনে। মহারাষ্ট্র পতি কহে বিনয় বচনে। কোনা
মাত্যে আগমন কহ মহাশয়। ভৃত্য জনে সনে আসা নরপ

ভীকরা। অন্যাসীয়া দেখা পাওয়া ভার ভাল বায়া। তোমার স
ভাতে দেখ কয়জন। ভার। শুনীয়া ভূপতী বলে ভৃত্য তব কে
বীক্রমআদিত্য বলে জড়াজন ওই। বীক্রমের মুখে মাত্র এই
উক্ত শুত্রে। তখনি বেতাল ধরে জড়ি রাজ পুত্রে॥ দেখিয়া বি
ক্রমে রাজ কহে কিবা পার। আমার তনয় ভৃত্য কিরূপে তো
মার॥ বিক্রম আদিত্য কহে আমার চাকর। আ মার সঙ্গ
নিআছে নিনানি মোহর॥ বিস্ময় হইয়া রাজা কহে আর বারে
একথা কেমনে হবে প্রত্যয় আমারে। বিক্রমেরে ব্যঙ্গ করে
সভাস্থ সকল। বটেন ভূপতি কিন্তু ঘটে নাই কল॥ কেহ বলে
পাগল ইহাতে কি সংশয়। নৈলে কেন হেন অসম্ভব কথা কয়
পুত্রগণে পরস্পরে করে কানাকানি। দেখ ভাই আজি ভাগ্যে
কে হয় না জানি॥ সন্ন্যাসি তোহার চিনিটা দাগ আছে। অ
নুমানি তার ঠাই শিখি শুনিয়াছে। শুষ্ক পঙ্কজ বদন হইল পু
ত্রগনে। ছিন্ন পদ্ম ম্লান যেন রবির কিরণে॥ বিক্রম আদিত্য
তবে ভূপতিরে কয়। দেখাইলে নিদর্শন তবে ত প্রত্যয়। ইত
বলি বিক্রম আদিত্য নরপতি। কহিতে লাগিল তাল বেতা
লের প্রতি॥ পোদের কাপড় খুলে আন কয় জনে। কড়া পো
ড়া দাগ পোদে দেখাও রাজনে॥ আজ্ঞা মাত্র বস্ত্র খুলে দে
লিল ত্বরায় পোঁদেতে দাগের চিহ্ন রাজারে দেখায়। সভাম
ধ্যে অপমান হৈল যথোচিত। অধোমুখ হৈল সবে হইয়া ল
জ্জিত॥ বিক্রম আদিত্য বলে দেখিলে রাজন। সত্য মিথ্যা
পুত্রগণে জিজ্ঞাস এখন। লজ্জা খায়ে নরপতি পুত্রগণে কয়
যে কথা কহেন ইনি হয় কিবা নয়॥ রাজপুত্র বলে কথা কতুম

ক্ত্যনয়॥ মিথ্যাদোষে অপমান কৈলমহাশয়। কেতেজজ্জা বেশ্যালয়ে শুলথাইসবে। তাহা ত হইলদাগকহিশুনত্তবে শুনিয়া বিক্রম কহে সত্যবিদ্যমান। পুনর্ব্বার শুনসবে ইহার প্রমান ॥ লোহার কড়ার চিহ্ন দেখ সব রায়। বগ্ন দেখি কেবা কোথা পোঁদে শুল থায় ॥ শুনিয়া এ কথায় হাসে যত রাজা গণ। চিমিটা আনিল তবে বিক্রম রাজন ॥ তাহার কড়ার চিহ্ন মিলাই য়াদিল। দোৗথয়াল কলে শুক কবিবিরচিল ॥

অথ বিক্রমাদীত্যের স্বদেশযাত্রা ॥

পয়ার ॥ সভামাঝে রাজপুত্র গণেলজ্জাপায়। ভূপতিকন্ন্যা রাজাবিক্রমে শুধায় ॥ কিরূপে আমারপুত্র গণভৃত্য হয়। সভামধ্যে বিক্রম আদিত্য তবেকয় ॥ শুনরাজা পরিচয় কারণশুনাই। আমিহে তোমার হই কনিষ্ঠ জামাই ॥ শনির দৃষ্টিতেপড়ে পিড়াযুক্তহয়ে। আসিয়াতোমার দেশেছিনু সিবালয়ে ॥ সেথাতব কণ্যামম সহিতমিলিল। দৈববাক্য সভামধ্যে মোরেমাল্য দীল ॥ বনবাস দিয়াছিলে কণ্যা রেতোমার। একাকিনাবনেসেবা করিল আমার ॥ মৃগয়াতে গিয়াছিল তবপুত্রগণ। মৃগদেখিমাংস লোভি হৈলমোরমন ॥ মাংসলিতে তবকণ্যা আইলহেথায়। ঘরকরে ঢেকায়ে রে নাহিদীলতায় ॥ সেই অবধি যাতক্রোধ আছিল আমার। তারপর শনিহৈতে হইল উদ্ধার ॥ আমারাজা বিক্রম আদীত্য নরপতি। বেতাল দ্বারায় বনে কৈনু বসতি ॥ বনের যতেক জন্তু করিয়াধারন। রেখেছিনু একঠাই রজ্জুতেবন্ধন। কালিতব পুত্রগণ মৃগয়াতেগিয়ে। মোরকাছে মৃগনিল বনেনা

পাঠায়ে॥ আমিছিনু ছলেরূপ সন্যাসি হইয়ে। মাগদিনু তু
ত্তু করি পোষে দোগ দিয়ে॥ এইমাত্র যেই রাজা বিক্রম কহি
ল। শুনমাত্রে সকলের অঙ্গ শিহরিল॥ গলবস্ত্রে পাণিপাত
করে সর্ব্বজন। বলে তুমি মহারাজা দুষ্টের দমন॥ স্তবকরে ম
হারাষ্ট্র পতি নরবর। অপরাধ ক্ষমাকর বিক্রম ঈশ্বর॥ না জা
নিয়া দোষ করিয়াছি মোরাসব। পুরুস্কার কর রাজা সজ্জন
বান্ধব॥ এইরূপে বিস্তর মিনতি করি কয়। দয়াবান নরপতি
হইল সদয়। আমোদ আল্লাদিত হলে করে সর্ব্বজন। বিক্রমাদি
ত্যের সেবা করে অনুক্ষণ॥ নারিগণে আনন্দিত রাণির আ
হ্লাদ। বিক্রম জামাই হৈল ঘুচিল বিবাদ॥ তিনদিন পরে রা
জা হইল বিদায়। কণ্যাসহ উজ্জয়িনী নগরে চলিযায়। যৌতুক
সকলে দিল হয় হস্তি দান। বসন ভূষণ রত্ন অভরণ দান॥ সিদ্ধ
ব্রত সঙ্গে রাজা নিজ রাজ্যে আইল। পাণিতে হস্ত যুক্ত করি বিরচিল

অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃগয়ায় যাত্রা।

ত্রিপদি। শনিতে হইয়া মুক্ত, ভূপতি হরিষ যুক্ত, সদানন্দ
নিজরাজ্য পায়। আত্মিয় বান্ধব সঙ্গে বশীভূত পূর্ব্বমত, বারি
দিয়া বৈসে নররায়॥ কালিদাস আদি যত, নবরত্ন সভাসদ
কবিত্ব শুনায় ভূপতিরে। নবরসে নরজন, কবিতা করে রচন
শুনে রাজা পুলক শরিরে। নৃত্য গীত মহোৎসব, করে অতি
অনুভব, মঙ্গলাচরণ নিত্য হয়। বেদধ্বনি অবিরত, করে দ্বিজ
শত শত দানধ্যান করে ধনব্যয়॥ আনন্দিত রাজ্যবাসি, সু
খের সাগরে ভাসি, রাজ রঙ্গ সদা গায়। নিত্যানন্দ উ
জ্জয়েতে, স্থিত হৈল সকলেতে এইরূপে কিছুদিন যায়। এ
কদা নরপতি, মৃগয়া করিতে মতি, হইল সাজিলা সৈন্য সনে

অদ্ভুত কুঞ্জর সাজিঃ শত২ উটেবাজিঃ পদাতিক সকল অগণ
ন্য ঢালি পাইক তিরন্দারঃ কেবা সংখ্যা করে তার, রায়বে
সে হাজার২ । বরশাবল্লাম ধারঃ জমাদ্দার সুবেদার, কুতম
কুপুঞ্জ আগুআকার । গোলেন্দাজ কতধায়, কামান সঙ্গেতে
যায়, গুলমাই বন্দুক আর পিস্তল ॥ টোটাবদ্ধ অগণনঃ
গুলন্দাজে কতজনঃ ঘোরতর হৈল কোলাহল ॥ ভূপতি সা
জিল তায়, অভরণ পরিধায়, কণ্ঠে গজ মুক্তার গুঞ্জ । কেউ
র কঙ্কণ করে, অঙ্গুরি২ ধরে, রত্নময় মাণিক উজ্জ্বল । পরি
য়া মুকুট ঘোড়া, সওয়ার হইয়া ঘোড়া, কত বাদ্য বাজাতে
লাগিল । শ্রী গুরুচরণ পদ্মঃ নিতান্ত যাহার সদ্ম, শ্রী নন্দ
কুমারে বিরচিল ॥

বাদ্য নির্ঘোষ ॥

ভুজঙ্গ প্রয়াতছন্দ ॥ দামামা দগড়া বাজে ঝামটিকারা ।
জগঝম্প ডঙ্ক কাড়া কিন্নরা … ॥ তুরি ভেরী তাসা ঢাকঢো
ল … । মৃদঙ্গ মাদোল তথা ধার বাঁশি । ঝিঞ্ঝি রামশি
ঙ্গা বাজে যোড়া খুঁই । পিনাক বিপুঞ্চি ঢোলক সানাই । বা
জে মড়ড় ঘণ্টা যোড়া সঙ্খ কান্দা । থমটো মটো বাদির বারধা
মামা ॥ ঘনঘোর ঘটা রণবাদ্য বাজে । মহাঘোর বেশে মহা
রাজা সাজে । মহাঘোর নাদে সেনাপতি ঝম্পে । দলবলদল
য়ে ধরাধর কম্পে ॥ তলোয়ার দাপে ঘনটা … টে । …
ডাকে পাকে রজঠাটে । কাননে প্রবেশি করে ধূমধাম । ক
রে ঘোর নাদ না হিক বিরাম । বনজন্তু সব পলায়ন্ত ত্রাসে । সে
হাক শসি৭হ সজারু ছুতাসে । শশাক শশাঙ্কি বনকুক্কুরে ।
মহাঘড়াগ মৈষ পলাই ছুড়রে ॥ শিরস্ত্র … চামরি কিতা

গে। চমকং মৃগভয় বাহে॥ মৃগভাগে পাদমেকাণ্ডে কারে ভিন
পাছু ধায় সৈন্য বলেধরং॥ এড়েজালমাল ধরিবার তরে।
মারে গুলি গোলা কেহ মারে কেসরে॥ কেহ ফিরে পাকে টাঙ্গ
খা গুরবাকে। ধরং কলরবকরি ঘোরডাকে। দুড়ুং হুড়ুং গ
রজে কামান। বনজন্তু বনছাড়ি কম্পবান। মৃগিধায় রঙ্গে কা
ননার সঙ্গে। লাফে লাফদড়ি শুড়ায় ফলঙ্গে॥ কত মৃগয়া
রিরাশিং কলে। ভারেং বন্ধি করে থরেং॥ শ্রীনন্দকুমার
কবির তথ্য গভী। নিরখিল ছন্দ শুকপয়াড়॥

রাজা বিক্রমাদিত্যের শুকসংবাদ।

পয়ার। এইরূপে মৃগিমারে বিক্রম রাজন। দৈবে এক হরি
ণ করিল পলায়ন। রাজার নিকট দিয়া অতিবেগে ধায়। দে
খিয়া নয়নে তারে কসিলেন রায়॥ বাণে নানাবিধ শরকনা হি
আগে পায়। ফলুঙ্গিয়া সরসর হরিণী পলায়॥ ধরিবারে পা
ছুং ঘোড়া ছুটাইল। সৈন্যসঙ্গ ছাড়ি ঘোর কাননে পসিল॥
একাকি হইয়া রাজা নিবিড় কানন। ঘোড়ে লুকাইল মৃগি
নাপায় রাজন॥ দিবা অবসান পাটে বসিল ভাস্কর। নিশি
হৈল অন্ধকার নৃপতি কাতর॥ পথনা দেখিতে পায় হারা উ
নদিসা। বিপদে পড়িল রাজা ঘোরতর নিসা॥ হেথা সৈন্য
গন দেখি বিলম্ব রাজার। নিসা আগমনে গড়ি গুম্রিত নবার।
হেথা রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিলাগার। আজি ঘোর বনে মৃ
ত্যু নিতান্ত আমার॥ কিকরিলে ইশ্বর কি ঠেকাইলে দায়।
কিরূপে কাটাব নাশি নাদেখি উপায়। মনেং একযুক্তি করি
আতথন। অশ্ব আনি বৃক্ষমূলে করিল বন্ধন॥ অতিউচ্চতরু
বরে উঠিয়া তখন। শাখায় করিয়া ভর রহিল রাজন॥ দৈবে

সেই বৃক্ষে শুকসারির আশ্রয়। সুখে থাকে সারি নবপুত্র
বেতা হয়॥ সন্তান লইয়া কোলে আছিল শয়নে। দৈবে সারি
নৃপতিকে দেখিল নয়নে। আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া শুকের প্রতি
কয়। কি আশ্চর্য্য চমৎকার দেখ মহাশয়॥ বহুকাল আছি
মোরা এই তরুমূলে। মনুষ্য আসিতে কভু না দেখি নয়নে॥ আ
সিয়াছে পুণ্যনাথ অতি অসম্ভব। আমাদের বৃক্ষবনে কেন
হেন মানব। সারির বচনে শুক দেখিল সত্বরে। তখনি চিনিল
পক্ষি বিক্রম ঈশ্বরে॥ সারির নিকটে গিয়া শুক কহিছে তখন। সা
মান্য মানব প্রিয়ে নাহয় এজন॥ উজ্জয়িনী অধিপতি ও সাসিত
ভূমণ্ডল। বিক্রম আদিত্য নাম পুণ্যবান নর॥ তুমি না চিন
যে প্রিয়ে আমি ভাল চিনি। মশানে বেতাল সিদ্ধ করিয়াছে যি
নি॥ বড় রাজা বটে কিন্তু এক দোষ আছে। মন্ত্রণা যে দেয় হেন
মন্ত্রি নাই কাছে॥ সারি কহে নররত্ন আছে তথা শুনি শুক
বলে তারা কি জানিবে রাজনীতি॥ আমি যদি কিঞ্চিৎ মন্ত্রণা
দিতে পারি। তবে রাজা মান্য অন্য রাজ্য নিতে পারি॥ এইরূপে
সারি সঙ্গে শুকের কথন। বৃক্ষতলে বসিয়া সব শুনিল রাজন
শুকের আগেতে সারি কহে আরবার। বিরচিল নব কাব্য
লী নন্দকুমার॥

অথ রাজার শুকসঙ্গে গৃহাগমন॥

ত্রিপদি। সারি কহে শুক প্রতি, শুন শুক মহামতি, মন্ত্রি
কেন হওনা রাজার॥ বিক্রম আদিত্যের সনে, যাহ নাথ স
গুনে, মন্ত্রণা দিবেহে সদাচার। শুক বলে যেতে পারি, কি
ন্তু তব স্নেহে সারি, শিশুসন্তানের মোহ আর। নূতন প্রসুতা
তুমি, নাড়িতে না পার ভূমি, আহার কে যোগাবে তোমার।

শারিবলে মহামতি, শুনওহে প্রাণপতি, ইথেচিন্তানাকর
কিঞ্চিৎ। জিবদিয়াছেন জিনি, আহারদিবেন তিনি, কোন
মতে নাহবে বঞ্চিত॥ পরউপগার যায়, সাধু ভরদেয় তায়
আত্যচিন্তানাকরে কখন। আপনার সাথে যাহা, উপকা
রহয় তাহা, কর তায়। রাজারে এখন॥ শারিবাক্য শুনেনায়ি
হেসেশুক কহে তায়, যা শুং কহবারেবার। নৃপসঙ্গে যাব
আমি, একাকিনী রবেতুমি, বুঝকেহ রইয়াছে আর॥ আ
মিযাব দেসান্তর, মজাইবে নিরন্তর, থাকুক আমি ভালনাহি
হয়। বুঝিএই অভিপ্রায়, নহিলে কেন আমায়, যাও২ কহ
অসময়। শুনেসারি কহে তায়, কিকহিলে হে আমায়, মো
রসঙ্গি আছে কোনজন॥ আমিনামধারি সারি, নাহই সামা
ন্যনারি, পরপতি নাহেরি কথন। আপনার পতি যেই, প
রাৎপর শুকসেই, সেই ভাল বাসা তাল প্রাণি॥ সে যদিএমন
কয়, প্রাণত্যজিব নিশ্চয়, বলিয়া হইল অভিমানী। সাধে
শুকভাঙ্গেমান, যেথেতু পতি প্রধান, প্রেমসাকারিছে মনে
মনে। যামিনি প্রভাতা হয়, দিবাকর সমুদয়, রাজা কথা কহে
শুকসনে॥ রাত্রেকি কহিলে শুক, থগুালে মনেরদুঃখ পুল
কিত হইনু অমান। শক্যাতিরূপে রও, তুমিপক্ষ কভু নয়
মোরসঙ্গে আইসহ আপনি॥ শুনিশুক কহে তায়, যাবতা
র নাহিদায়, কিন্তু এক করিনিবেদন। বন্ধনে নারব আমিঃ
শুনহে অবনি স্বামি, মনোমত করিব ভ্রমন। দারাশুতপরি
হারে কখন নাহেরিবারে, আসিব কাহিয়াদিনসাং॥ বিলম্ব
নাহবে তায়, যাইব হে পুনরায়, সঙ্গেকর করিঅঙ্গিকার। শু
নিয়া বিক্রমরায়, স্বিকার করিল তায়, সারিরে কহিছে শুক

স্কবে। সাবধানে রবেত্তমি, বিদায় হইনু আমি, পুনর্ব্বারদে শাহবে ক্ষবে॥ বিদায় করিল সামি, ভূমে নাম্বি দণ্ডধারি, শুকসঙ্গে চড়িল ঘোড়ায়। অতী আনন্দিত মনে, ক্রমে পথ আগমনে উজ্জলে আইল রাজগুরায়। মঙ্গলাচরণ করে রাজা অভিনন্দরে, শুকে রাখে আপন মহলে। আপুনি শুকেরে লেখে, যেন শুক ইষ্ট দেবে, সদা সঙ্গে রাখে অত্ত হলে। ভূপতির নাহি দুঃখ, শুমন্ত্রণা দেয় শুক, শুদ্ধতত্ত শাস্ত্রের বীচার। রাজা দিব্য জ্ঞান পায়, অন্য রঙ্গ দুরে যায়, ভনে কবি শ্রীনন্দ কুমার॥

বিক্রমাদিত্যকে রাজকন্যার সমিস্যা॥

পয়ার। একদিন সভাতে বসিয়া নরপতি। শাস্ত্রের গুণ সঙ্গ করে আনন্দ ভমতি॥ নবরত্ন সাত্র আলাপ করে পরস্পার। নানাবিধ কাবত্তা পুরান তদন্তর। শুবনে ভূপতি অতি পুলকিত কায়। হেনকালে আইল এক রাজর্ষি সভায়। ভূপতিরে ডাকি কয় শুন নরপতি। অবনি মণ্ডলে ধন্যা পুন্যবান অতি তোমার সমান রাজা নাহী ত্রিভুবনে। নবরত্ন পণ্ডিত সর্ব্ব তব সনে। এক পত্র জিজ্ঞাসিয়ে আইনু বহু ঠাই। কোন ঠাঁই তাহার মিমাংসা পাইনাই॥ শুনিনু তোমার নাম ভুবনে বিখ্যাত। তরাতে আইনু তাহে করিতে সাক্ষাত। রাজ্যে যাহা শুনিলাম দেখিনু গোচরে। গুণী পণ্ডিত বসে যারে শোস্ত্রের উত্তরে। জিজ্ঞাসিব শ্লোক কর মিমাংসা এথা। নাপারিলে সভা ক্ষণ করিব ভোজন। রাজা বলে কিবা পত্র করিব শ্রবণ। নাপারিলে তবে ভাবিক রাজভোজন। শিল্পাচারি দলের রাজা শুনমন দিয়ে। কর্ণাটনগরে রঙ্গ দেখিলাম গিয়ে।

তথাকারে উপবনে রমনিয়স্থান। হরিণ হরীণী দুইছিল ম
তিমান ।। অতীশয় পিরীতে বঞ্চিত দুইজনে। সদামুখে২ থা
কে নিদ্রা যাগরণে ।। তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে তারাকেহ নাহিসয়।
কালেতে হরিণী তার গর্ব্ভবতি হয় ।। দীনে২ তারা হৈল উদ
র পুস্থিত। আহার আহরনে সক্তী হইল রহিত ।। মুখেকরি
তৃন নিয়া হরিনিযোগায়। মুখেমুখ দিয়া তার ভরিয়াখাও
য়ায় ।। একদিন হরিণ সহিত সেহরিণী। চরিতে লাগিল ব
নেহয়ে আনন্দিনী ।। ক্রমে২ ছাড়িয়া আইল সেইবন। ত্রিপা
ন্তর মাঠে আসি দিল দরশন ।। চারিদিগে শোলক্রোসমধ্যে
তে আইল। বৈসাখমাসের খরা দুর্জ্জয় লাগিল ।। পিপাশা
হইল অতি নাহি হয় স্থির। জিবন রক্ষার্থে অন্বেশনকরে নি
র ।। জলাশয় নাহি তথা নাহি মিলেজল। হরিণী হরিণ হৈল
তৃষ্ণাতে বিকল। পরস্পর কহে পিপাসাতে প্রাণযায়। জল
নাহিপাই থেতে ঠেকিলাম দায়। চারিদিকে ষোলক্রোশ
কোনদিকে যাব। যাইতে জিবনযায় কোথা জলপাব ।। ইতস্ত
ত ভ্রমে অতি হয়ে পিপাসিত। একস্থানে দেখে জল আছয়ে
কিঞ্চিৎ। প্রাণরক্ষা হয় পান কৈলে একজন। দিতিয়জনের ত
হে নারহে জিবন। বিভাগকরিয়া খাইলে দুজনে সেজল। কা
র তৃষ্ণা নিবারণ নাহয় সকল ।। তথাপি পুলকচিত্ত হৈল দুজ
নার। অরঙ্গ পুণয় ভণে শ্রী নন্দকুমার ।।

শুকপক্ষ হৈতে নাগিস্যা পুরন ।।

পয়ার। হরিণ কহিছে তবে হরিণীর প্রতি। জল পান কর
প্রাণেশ্বরী যুবতি ।। হরীণি কহিছে আগে তুমি কর পান। প

পচাঙ্কে খাইয়া আমি রাখিবহে প্রাণ ॥ হরিণী কহিছে তাহা হইবার নয় । একজন খাইলে তার জল নাহি রয় ॥ অতেব আমার খাওয়া নাহয় বিধান । তুমি খাইলে দুজনার রক্ষা পায় প্রাণ ॥ গর্ভবতি আছ প্রিয়ে উদরে তনয় । আমি জল খাইলে দুই প্রাণ হত্যা হয় ॥ দুই জীবে তিন ফল নাহাক সংশয় স্ত্রীহত্যা পুরুষহত্যা শিশুহত্যা হয় ॥ মোর জন্যে কিছু ক্ষতি নাহবে তোমার । সন্তান হইলে সুখ বাড়িবে অপার । রাখহ আমার কথা কর জলপান । শুনিয়া হরিণী বলে শুন মতিমান । আমি নারী হতভাগি কি কাজ জীবনে । নাহয় আক্ষেপ কিছু নাহি মরণে ॥ প্রাণনাথ নারি, পুরুষের ভাগ্যে থান পুরুষের কল্যাণেতে নারির কল্যাণ । পুরুষ হইতে পর । সর্ব শাস্ত্রে কয় । জড়িভুতা নারি হৈতে বল কেবা হয় ॥ পুরুষ মরিলে নারি দেখি করে ঘৃনা । বিধবা তাহার নাম সর্ব্বকর্ম্মোহিনা পুকিন্তা মরিলে পুরুষের কিবা বয় । বিবাহ করিলে পুনর্ব্বার সব হয় । অতএব তুমি প্রাণ রাখ খাও জল । আমায় বাঁচাতে রস্য কেবা আছে ফল ॥ বেচে থাক প্রাণনাথ মরুক দুঃখিনী পাবে মোর মন মত কত অর জিনি ॥ হইবে সন্তান কান্ত পাইবে সকল । মম মাথা খাও তুমি পান কর জল ॥ বলেং আঁখি জলে ভাসিল বদন । দেখিয়া হরিণ কান্দে মানরে বচন ॥ হরিণ কহিছে আমি বরঞ্চ মরিব । তোমারে ছাড়িয়া জল খাইতে নারিব ॥ হরিণী না খায় জল হরিণ না খায় । মুখামুখি করে কান্দে হলোহে ভেসে যায় ॥ মানস রে শোক সিন্ধু উথলে বিপুল । অস্থির হইল দোহে তৃষ্ণাতে আকুল । কেহ নাহি খায় জল পিরিতি কারণ । কিঞ্চিৎ বিলম্বে দোহে ত্যজিল জীবন

রজদেখি বিক্রমআদিত্য মহাশয়। দুজনারমধ্যে কারকী
তবড়হয় ।। শুনীয়া বীক্রমাদীত্য রতনগনেকন। কহউত্তর
এবে কীহবে এখন। বররুচীকহে বড় হরিণের প্রিত। আমা
র বিচার এইহয়ত নিশ্চিত। শুনিয়ারাক্ষসি রাজা বিক্রমেরে
কয়। নাহেল উত্তর বাক্যপালকি বাহয়। আরহরতগণ আবন্ধে
সন্ধান। তবেকহে কালিদাস রতনেরপ্রধান ।। প্রকৃতাহইয়া
কষ্টসহেযথোচীত। আমার বিচারেশ্রেষ্ঠহরিনেরপ্রিত এশু
নে নিশাচরি বলে নাছেড় এবার। আরকি এরতগনে ক
রিব আহার।। রাজাবলে দুজনার সমভাব হয়। রাক্ষসিক
হিছে রায় কদাচিত নয় ।। পরাস্তহইলে রাজা বলহ এখন।
ভোজনে বিলম্ব মোরকর অকারণ ।। রাজাবলে স্থিরহও
ব্যস্ত এতকেন। কেকহিবে যতার্থ পণ্ডিত আছেহেন। এ
তবলি শুকের বদনপানে চায়। আশ্বাসকরিল শুক ই
ঙ্গিতে রাজায়। রাক্ষসির প্রতি শুক কহিছে তখন। কিক
হিলী সমস্যা হইল পুরণ।। যেকথা কহিলে কথা নহে বড়
তার। দুজনার মধ্যেতে পিরিতী নাহিকার। শুনিয়া সক
ল লোক হইল বিস্ময়। রাক্ষসি শুকেরেতবে গর্ব্বকরিকয়।
পিরিতের কারনে মরিল দুইজন। নাহিক পিরিতী
কহ কিকারণ। শুকেবলে শুনিতে পিরিতি বড়বটে। মা
আতে মরিল সেপিরিতি নাহিঘটে। পিরিতি হইলে ঠি
ক বিছেদ নাহয়। মরিলে বিছেদ ঘটে পিরিতী নায়য়। দে
হরে কোনদেশেকেবা জন্মিবে। কেবা কোন যাতিহবে
কো থায় মিলিবে ।। মরিল ফুরায়েগেল পিরিতের আশা।
পুর্ব্বাপর সবেজানে মহতের ভাষা ।। একজন জলখাইতে

বাঁচিত দুজন। তবেত পিরিতীবলিযথার্থ মিলন ।। নাথে
য়ে মল্লিক এতে বভলি তনয়। প্রশ্নের উত্তর এই করিনু নি
শ্চয়। শুনিয়ারাক্ষসি বলে যথার্থ বচন। হইল উত্তম মম
প্রশ্নের এখন ।। বিদায় হইয়াগেল রাক্ষসি তখন। নবরত্ন
সভাসত্ত্ব বিস্ময়মন ।। আনন্দে নির্ভরচিত্ত বিক্রমভুপতি
বাড়িল অধিক চিত্ত শুকপক্ষ প্রতি । শুকহৈতে আজিহে
এসভারক্ষাহয়। কবিতারচিয়াদ্বিজ কবিরত্নকয় ।।

অথ শুক বিক্রমাদিত্যকে সংবাদ ।।

পয়ার ।। এইরূপেকিছুদিন গতহয়েযায়। শুনহআশ্চর্য্য আ
রহৈলপুনরায়। নানা সুমন্ত্রনা শুক দেয় নৃপবরে । শুকআ
জ্ঞাঅনুসারে রাজাকর্ম্ম করে। প্রজালোকে সদাসুখি হয়ধ
র্ম্মে মতি। দেবদ্বিজ নিষ্ঠাগুরু ইষ্ট পদে রতি। শুক বলে মহা
রাজা আমিযাতিশর। সকলজানিতে আমি পারি পুর্ব্বাপর
শুনিয়া শুকের কথা রাজাআনন্দিত। সর্ব্বদা শুকেরসেবা
কায়মনোনিত ।। একদিন সভাতে বসিয়ানর পতি। জিজ্ঞা
সাকরিল রাজা মধুরভারতি ।। কহশুক তোমারে জিজ্ঞাসি
সমাদরে। ভানুমতি একেণেকিকরেন অন্দরে ।। শুনিয়াক
হে শুকজানিসব সার। ভানুমতি গাঁথিছেন বিনিসুত্রে
হার ।। তথনিজানিতে রাজা অতিব্যস্ত হলে। পাঠাইয়াদিল
লোক অন্দরমহলে ।। হারগাঁথিছেন রাণি দেখিয়াসেজন।
যথার্থ কহিল আসি রাজার সদন ।। শুনিয়াভুপতি অতিপু
লকিত হয়। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসাকরিয়া শুকেকয়। কিকারণে
ভানুমতি গাথিছেনহার। বিস্তারিয়াকহ শুক অভিপ্রায়তা
র ।। শুকবলে মহারাজ করিনিবেদন। শুনহে ইহারকথা অ

শু, শুকথন। ভোজের কনিষ্ঠা কণ্যা তিলোত্তমা নাম। অদ্য
তার বিবাহ হইবে শুনধাম ॥ ভগিনিকে বাসেন ভাল রাণি
ভানুমতি। বিভাহরাত্রেতে যাইবেন নরপতি ॥ ভগিনীপতিকে
দিতে যৌতুক দ্রব্য তার। মনোমত বিনে সুত্রে গাঁথিছেন হার
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত সভাজন। পুনর্ব্বার শুকপ্রতি কহিছে
রাজন ॥ অসম্ভব কথা কেন কহিলে এবার। এক রাত্রে ভোজে
র বসতি যাওয়া তার ॥ মাসেকের পথ হবে বরঞ্চ অধিক। এ
ই কথা আমার না হয় প্রামাণিক। শুক বলে মহারাজ করি নি
বেদন। আসিবে চালায়ে পাছড়া কিনী দুজন ॥ ভানুমতি ম
হারাণি তাহে চড়ে মনে। যাবেন বাপের বাড়ি বৃক্ষ আরোহনে
শুনিয়া শুকের কথা আনন্দিত রায়। হা সতে খেলিতে ভানু
অস্ত চলে যায়। সায়াহ্ন করিয়া সন্ধ্যা বিক্রম ভুপতি। ভিতর
মহলে গেল যথা ভানুমতি ॥ দেখিব কিরূপে আজি ভানুমতি
যায়। সন্ধানে রহিনু আমি শুকের কথায় ॥ রাণিরে কহিল
শিরপিড়া হৈল অতি। ত্বরায় শুইব শুয়ে শুন ভানুমতি। উ
দযোগ করিয়া দেহ ভোজনে আমায়। দুর্ব্বলেতে বেলম্ব না
হকলহে আর ॥ শুনি ভানুমতি কৈল উদযোগ ত্বরায়। তে
লকুলায়ে ভুপে তায় অযোগ্যায়। অপুর্ব্ব পালঙ্কে শোয়ায় বি
ক্রম ভুপতি। পাদসম্বাহন করে রাণি ভানুমতি। মনে২ ভা
রাণি দৈবের ঘটন। ভাল হৈল ভুপতি বেকালে শয়ন ॥ যাই
তে হইবে মোরে বাপের আলয় ॥ ভুপতি না জানে তত বড়
ছিল ভয়। গোপনে যাইব ভুপে বলা কওয়া নয়। জাগিয়া র
হেলে রাজা গমনে সংশয় ॥ এইরূপে মনে২ ভাবেন যুবতি
কপটে ঘুমাইয়া নিদ্রা যায় নরপতি ॥ দুইমাস কামিনি হইল

গন্তুবতি। ডাকিনীর মুখচেয়ে আছে তানুমতি ।। হেনকা
লে শুকবরে করি আরোহণ। রাজপথে ভোজরাশি মিলনরম
ন ।। যথাভানুমতি সেবাকরিছে রাজারে । তথাগিয়া হাস্ত
গানে ডাকিলতাহারে।।ডাকিনিরে দেখিরাণী আনন্দিতকা
য় । ধিরেং শয্যাহৈতে ভুমেনামবায় ।। রাজারঅঙ্গেতে হ
স্ত দিয়াদেখে রাণি। নিদ্রাতে আছেনকি নাযাগে দণ্ডপাণি
যাগিয়া ঘুমায় রাজা খিতক নিভার । রাণিবঝে ঘোরতর
নিদ্রা হয়েছে রাজার। রাণী রসয্যাঙ্গে বস্ত্র কৈলআছাদন। আ
স্তেং বাহারে দাণ্ডলেন দরসন।। হায়আনাবারে রাণাগেলঅ
ন্যত্র। শয্যাহৈতে দ্বরায়উঠীল মহাশ্বর ।। বালীসেতে ব
স্ত্রদায়া শয্যাতে শোয়ায় । অগ্রে আসা সেইবৃক্ষে চড়ীলেন
রায়। অতী উচ্চডালে গায়াকরালেন ভর। শ্রী নন্দ জময়ারে
কহে শুন অতঃপর।।

রাজা বিক্রমাদীত্যের ভোজরাজ্যে গমন।

অথ ত্রিপদী। বিক্রমরাজনরহে কতক্ষণ; বৃক্ষশাথাআরো
হ্ন। হার লয়ে করে; রাণি তার পরে; আইল ডাকিনি সনে
বৃক্ষে করে ভর; পুলক অন্তর; মন্ত্রেগাছ চালাইল। মন্ত্র ম
ন্ত্রি দিসে; চক্ষের নিমিষে; ভোজ রাজ্যউত্তরিল। নামেষ বসু
মতী; দাসি সহ শতী; গেলপিতার আলয়। দেখিয়াকন্যা
য়; নৃপ ভোজরায়; অতিআনন্দিত হয়। দেখিতারমায়; আ
নন্দিতকায়; চুম্বে রানির বদন। বলে মা এখন; আমার ভ
বন; হইল গো সশোভন। একরূপে যবতী; রহিলেন তাথে;
ভোজসভা সাযাইল । অতি মনোহর; ইন্দ্রের নগর; তুল্য
মূল্য সেইহইল। বরের আসন; কৈল বিরচন; নানা রতনে

তারসায় । তাকি য়াদি বন্দ; শোভেমছন্দ; কতকারচুবি
কায । ঝাড় সেজকত; জলে সতত নিসায় দিবা ভানু । সভা
য় যাহার; কহিব কিআর; নটনটী নৃত্যগান । বৈসে কত জ
ন.ভট্টঅগনণ; ঘটকপাঠককত । এইরূপেসোভ ; সভামনো
লোভা; বাদ্যবাজে কত সত । ভোজ নররায়; আপনিসভায়;
প্রত্যথ না সবে করে । কুটুম্ব স্বজন; আইল অগনন; বৈসে
সভারভিতরে । করে দ্বিজগণ; সাস্ত্র আলাপন; ন্যায়স্মৃতির
রসন । সাহীত্য লঙ্কার; ভাউরঘু আর; মন শুক ব্যাকরন
হোথাবৃক্ষোপর, বাক্রম ঈশ্বর; বসীয়াভাবীছেমনে । বৃক্ষো
নহেসার; এখনআমার; যাইতে ভোজ ভবনে । এসেছা গো
পনে; যাইব গোপনে; গোপনে দেখীতেহয় । বীবাহ কৌতু
প; দেয় ভোয ভুপ; দেখীব্যক্তহওয়ানয় । মোরে নিমন্ত্রণ
নাকৈল রাজন; ব্যক্তহলে অপমান । এবে দেখী যাক যবে
ছন্দ পায; তবেকব সব ধ্যান । একরূপ ব্রাহ্মন চীন্তেকতক্ষন;
বসীয়াবৃক্ষের ডালে । বাদ্য কোলাহলে, অ ইসে অতহলে;
বরনয়েহেনকালে ! মল্ল অধীপতী; রাজামহা মতী; ভূমি
মল্লদণ্ড ধর । ভোজ কন্যা সনে; বীবাহমীলনে; তাহারী জ
নয়বর । উঠআ সয়ারে; ডঙ্কা আগু সারে; পীছে তুরঙ্গ কা
রন । মসাল জালায়; সীড়ী কত যায়; রোসনাঞ্চী অগনণ
তুরঙ্গ সওয়ার; পাচহাজী য়ার; ধরী আগে২ চলে । উড়ানবী
শান বন্দুক কামান করে অস্তহলে । বাজেবাদ্যকত; যন্ত্রর
নামত; খায গেলাপআগেধায় । আসাসটাযত; টোপ দার
কত; নকীবফুকারে যায় । বরযাত্রগন; করে আগমন সঙ্গে২
সবে রবে । বসাইয়েবরে; সীংহাসনোপরে; নানা, রত্নেক

লি বরে । বর কর্ত্তা যিনী; শাবীকায় তীনী; আশীছেন অ
শুসার সমারোহ অত্তী; রূপেবসুমতী; ভনে শ্রী নন্দ কুমার ॥

রাজা বীক্রমাদীত্যেরবর বেশে ভোজ সভায় যাত্রা ॥

পয়ার । আত্তসমারোহে সবে যায় বর নিয়া । বিক্রমআদি
ত্য যায়গাছের তলা দিয়া ॥ দেখিয়া বীক্রমাদিত্য ভাবিলে
ন মনে । এইত যাইবে বর ভোজের ভবনে । আমারত গোপ
ন হইবার এইকাল । বরযাত্র হয়েযাই ইহার সমাজ ॥ এতে
ক ভাবিয়া রাজা বিক্রম ঈশ্বর । গাছহৈতে নাম্বিতেন গোল
অঃতপর । গাছের গোড়াতে যেইনাম্বিল রাজন । হেনকালে
হাতআনিধরে একজন । কেনবেটা দাণ্ডাইয়া গাছের তলায়
বরের গায়েতে ধুলাদাবী অভাগায় । ভৎসনা কর্যিয়া সবে
মারিবারে যায় । ভাবে রাজা বীক্রম ঠেকিনু ঘোর দায় ॥ কী
করাতে নারীলাম একেমন হয় । এক ভাবীতে আর এতো
রঙ্গ ঘাটনয় ॥ গৃহ কেরে কথন কেমন বলা ভার । তুমেবাড়ী
মারাতে চমৎকায় গুনাগার ॥ মানভী করায়া রাজা কহিছে
বেন । অন্যায় আমারে কেন কহ কুবচন । দেখাতে এসেম
বর আছী দাণ্ডাইয়া । ধুলা নাহী দেইছলকর কোলাগায়া ।
কেহ বলে ঠেটা বেটা ধুলা দাদাল তুই । এখনী বরের গায় দে
খালান তুই ॥ এইরূপে বক্ বক্ করে বারেবারে ॥ বীক্রম আ
দীত্যে কেহ চীনাতে নাপারে ॥ সামান্য লোকের মত ধরি
য়া তাহায় । বরকর্ত্তা নীকটে রাজারে লয়াযায় ॥ বরের গা
য়েতে ধুলাদাল এইজন । তোমার কাছেতে ধরে আনানু এ
খন ॥ রূপ দেখি ভুরীমল্ল বীক্রম রাজার । মোহিত হইয়া ফী
রে দেখে বারে বার । মনেমনে ভাবে ভুপ সামান্য এনয় । দেহ

কীগন্ধর্ব্বহইবে নাহীক সংশয়। হেনরূপসমান্যমানবেনা
হিহয়। দেখাই জীজ্ঞাসা করীয়াপরীচয়। ভূরীমল্লকহে বা
পাকিনাম তোমার। কোনযাতী কোথাঘরতনয়কাহার। শু
নিয়াবীক্রমাদিত্য কহিছে তখন। কাণ্যকুব্জেবাসমোর না
ম জনার্দ্দন। যাহাগারি বৃক্ষতলে ছীলাম এখন। পরীচয়
বিস্তারিতে কোনপ্রয়োজন॥ শুনিভূরিমল্লবলেবিক্রমরাজা
রে। তুমিমোর এককর্ম্ম পারকরিবারে॥ রাজাবলে কহদে
খি শুনিবকেমন। কহিবারযদ্যপি হয় করিবএখন॥ ভূরিমল্ল
বলেবড় ভারকথানয়। স্বীকারকরিলে পারমোর কার্য্যহয়
রাজাবলে শুনিলেআমি করিবস্বীকার। নিশ্চয় করিবসাধ্য
হইলে আমার॥ ভূরিমল্ল বলে বাপু শুনমন দীয়ে। তোমাক
ন্যা দেখমোর তনয়ে বরিয়ে॥ জনমিত তনয়মোর অঙ্গো
অতিশয়। সভায়লইতে তারে অতিলজ্জাহয়। তুমিমোর
এইকর্ম্ম কররাছাধন। বরবেশধরিদোলা কর আরোহন। অ
তিরূপবান তুমি জিনি রতিপতি। দেখিয়ামোহিত সবেহই
বে দম্পতি॥ বিবাহকরিয়া তুমিথাকিবে বাসরে। আমার
সন্তানেতোরেলবে সেইঘরে। তুমিআপনারঘরে করিবেগমন
তোমার কল্যাণেকার্য্য হবেশুসাধন। শুনিয়া বিক্রমাদিত্য
ইসৎহাসিল। এআবার কোনরঙ্গ বিধিমিলাইল। স্বিকার
করিল রাজা বুদ্ধে চতুর। বরসজ্জা চমৎকার করিলপ্রচুর
সহজে বিক্রমাদিত্য বরসজ্জা তায়॥ কিবা শোভাবেশ তার
জন্যদিব কায়॥ ভূরিমল্ল আনন্দিত হইয়া তখন। বিক্রম
ভোজপুরে করে আগমন। আনন্দিত হয়ে ভোজভুপাল ঘ
[illegible] (৭) [illegible]

রায়। সমাদরে বরযাত্র গনেজিয়ায়ায়। মঙ্গলাচরণে বরেআ
নিলা তখন। রূপদেখি বিমোহিত হৈলসর্ব্বজন॥ আবালব
নিতা বৃদ্ধ যেবাদেখে বরে। পরস্পর সকলেতে রূপব্যাখ্যক
রে॥ সকলে বেড়িয়াবরে সভাতে বসিল। শ্রীনন্দ কুমার
কবি রতনে বিরচিল॥

তিলোত্তমার বিবাহ॥

পয়ার। সকলে মোহিত হৈল দেখিপরস্পর। বলাবলি ক
রেলজ্জা পায় ফুলসর॥ জিনিয়াকাঞ্চন কান্তি কাঞ্চনের সা
জ। জামতা দেখিয়া আনন্দিত ভোজরাজ॥ সকলে প্রসং
শাকরিভুপতিরেকয়। ভালভোজরাজার যামতাভাগ্যদয়জ্যে
ষ্ঠকণ্যা পতিরাজা বিক্রমরাজন। রূপেগুণে খ্যাতিঅতিবলে
সর্ব্বজন॥ কনিষ্ঠজামতাপ্রায়সমান তাহার। তুল্যমূল্য তি
ল ভেদ কিছুনাহিআর॥ আরজন বলেহে তোমারবুদ্ধি ভু
ল। এরমনে বিক্রম আদিত্যের সমতুল॥ কতরূপ বল বি
ক্রমাদিত্যের আছে। নাপারিবে বিক্রম দাণ্ডাতে এরকাছে
বিক্রম আদিত্য কি এমন প্রসংসয়। মনেকরি কামতুল্য হ
য় কিবানয়॥ সভাস্থ সকলে ব্যাখ্যে করেআসে পাসে। শুনি
আ বিক্রমাদিত্য মনে২ হাসে॥ নারীগনে দেখেতারে থা
কিয়াগোপনে। বারেক হেরিয়ামন আনঙ্গমদনে। ভানুম
তি রূপদেখি হইল বিস্ময়। মনে২ ভাবেকি লাবন্য রসময়
আকৃতি প্রকৃতি প্রায় বিক্রমরাজন। সেইবা আইল হেনভা
বে কতক্ষণ॥ পুনমনে ভাবেরাজা নাজানে সন্ধান। এইভাবে
রেখে আইল নিদ্রাতে অজ্ঞান॥ কতরূপ বান আছে সংসা
র ভিতরে॥ বিধিকৃত অবয়ব কেরাসংখ্যাকরে। আর২ রা

মাগণ বাখানে সকলে। ধন্য পুণ্যবন্তি সবে তিলোত্তমা বলে
কতপুণ্য করেছিল তীলোত্তমা সতি। সেইফলে পাইল এ
তরূপবান পতি। সম্ভোগে হইবে সুখি চুম্ব আলিঙ্গনে। দে
হ প্রাণহতে ধৈর্য্য হইবকেমনে॥ রূপদোষে এমন আমার
অভিলাসি। পতিছাড়া হইগায়্যা তিলোত্তমার দাসি॥ এই
রূপে রামাগনে কহেকত আর। পরে ভোজকণ্যাদানে বৈ
দ অনুসার॥ বিধিমতে বিভাদীল নায়মযেমন। বরনবাষ্টর
প্রাদ্য অর্ঘআচমন। মধুপর্ক আরদান সামাগ্রিসকল। হস্ত
বন্ধা ছাউনিনাড়া বীবাহের ফল॥ স্ত্রি আচারে নায়্যাগেল
ভাতরমহলে। বেড়িয়া দাণ্ডায় আসী কামীণী সকলে। আ
টথেয়া পুষ্করণীতে জলের উপর। দাণ্ডাইল বীক্রম ঈশ্বর
নৃপবর॥ ভগানীপতী সম্বন্ধে তামাসা করে সবে। কতলো
ক কতকহে কতঅনুভবে॥ কেহকীল মারে কেহটানয়ে অ
ঞ্চল। কেহ দাণ্ডাইয়া দূরে হাসে খল২॥ কেহ গোফধরে
টানে ভগ্নীপতীবলে। ভানুমতী ভূপতীরকানদোলমলে। হা
সয়ে ভূপতী তারদেখায়্যা তরঙ্গ। মাগুহয়ে কানমলে এত
বড়রঙ্গ॥ কৌতুকে যৌতুকদীল রাণীভানুমতী। পাইয়া ভূ
পতী হৈলা আনন্দীত অতী॥ রহাস্য হইলঅতী গোপনে
বীলাস। কহীব বাস্তারী সব হইলে প্রকাস॥ মনে২ সুখে
কত ভাবয়ে গোস্বামী। তাহাতে হইল রঙ্গ দেখীলাম আ
মি॥ ভালবলী ভূপতী হাসেন ঘনেঘন। অতঃপর শুন দ্বী
জনন্দে বীরচন॥—

অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের বাসর বর্ণন।

ত্রিপদী॥ স্ত্রী আচার সাঙ্গ করে, দর্পণ্ডকা হৈল পরে,

বাসরেতে প্রবেশ করিল। নিমন্ত্রিত যত জন, ভোজ করায়ে ভোজন, শয়নে অপূর্ব্ব ঘর দিল ॥ নারীগণ সকৌতুকে বাসেরে প্রবেশে সুখে বারণ করিল নরপতি। শুনিয়া রমণী সবে, বাহিরে রহিল তবে, ভাবে ভাবান্তর করি আতি ॥ শাশুড়ি সম্পর্কীয় যারা, আহ্লাদীতা হৈল তারা, রাণীরে কহিছে সর্ব্বজনে। সঙ্কেত ইঙ্গিতাকারে, তিলোত্তমা তনয়ারে জামায়ের ধরিয়াছে মনে ॥ কহে এই পরস্পরে রাজা দ্বারদেয় ঘরে অনঙ্গে মোহিত অতিশয়। বসিয়া পালঙ্কোপরায়, হেসে কহিছে কন্যায়, কেন ধনি দেখি এমন হয় ॥ শুনে সতী নড়ে লাজে, কাঁদে হেহে মহারাজে, ধনী মুখ আচ্ছাদে বসনে কর জোরবে নিছে লাজ, করিয়া কি হবে কায, আজি পরে সার ব এমনে বোধ মতে কহে রায়, ধনী নাহি বুঝে তায়, একে নারী তাহে নবসঙ্গ। কথন পালঙ্ক পাশ, নাহি কম জয়র বাস, হটাৎ কি হয় লাজভঙ্গ। যত কথা রাজা কয়, লাজ বাড়ে অতিশয়; দেখে রাজা ভাবিলেন তবে। বিনয়ে কি করে কায, জোরে না ভাঙ্গিলে লাজ, বুঝিলাম এমনে না হবে। করে ধরি লিল কোলে, গায়ের কাপড় খোলে, চুম্বন করিল চন্দ্রাননে। গিরিচূড়া জিনি উচ্চ, কঠোর যুগল কুচ, করদ্বয়ে করিল মর্দ্দন। বিবসনা রসবতী, নয়ন মুদিল সতী, সঙ্কোচিত নাহি হয় কায়। লজ্জা গেল একবার লজ্জা করয়ে আবার, বুঝি নূতন লাজের নাহি লাজ ॥ তখন বিক্রম রায়; কামবাণে মোহ যায়; মদনের রঙ্গ আরম্ভিল। ভয়ে ধনী কলেবর; কাঁপিতেছে থরথর; রসরাজ ভয় ভাঙ্গি দিল ॥ প্রকৃত কর্ম্মের বেলা, নৃপ সনে হৈল মেলা, লজ্জা ভয় হৈল নিবারণ। নব অনঙ্গ প্রসঙ্গে

মাণিকচন্দ্র তি তনয়ে আর ধনী নাহায় যতন। নীনাছন্দের ক্ষে
ত্রে যদি; কহিয়া উজ্জ্বল পাত; রাজি শোভে হৈল দুজনারি র
সেরূপ পাদের তায়, সকল হইলনায়; বেশ্যে কাম্যে হইয়া নি
দ্রায় ॥ ত্রাশয়। ভুপতি কহ; পুর্ব্বকর পারিচয়; শুন সতী
বিস্তারিয়া কহ। আইয়ে তোমার পতি, মল্ল রাজার সন্তান
আমরা তোমার পতী নই ॥ শুনি তিলোত্তমা কয়; কি ক
হিলে মহাশয়; তুমি মোর নাহি হও পতি। তোমারে সঙ্গে
ছি মন তোমা বিনা অন্যজন; পতি এ কেমন মহামতি ॥ রা
জা কয় শুন স্থির, আমি হই; রাজা শায়; মল্ল রাজা আমি
আনায়ে। মোর জনার্দ্দন; শুন সতী বিবরণ, কহিলাম নি
শ্চয় তোমারে ॥ মল্লরাজার তনুজ দেখিতে কুৎসিত রূজ, সেই
ভব পাত্র রূপবতী। দেখে আমারে সুন্দর তার পিতা মল্ল
স্বর; কহিল প্রসন্ন হয়ে অতি ॥ কৎসিত আমার সুত, তুমি
রূপ গুণযুক্ত; বর বেশে চড় হে দোলায়। মম পুত্র কর আ
মি, বিভাদবে ভোজস্বামী; পুণ্যাসিত হইবে তায় যামিনী
হইতে ভোর; লয়ে রাজ পুত্র মোর, বাসরেতে করিব স্থাপন
তুমি নিজ স্থানে যাবে, মোর পুত্র পতী পাবে; এই কার্য্য কর
সাহাধন ॥ আমি স্বীকারিয়া তায় এসেছি কহি তোমায়,
কখন তোমার নহি স্বামী। শুন ধনী কহি যা; কীর্ত্তি
বীরদেবে আর; পাইবে তোমার রাজস্বামী ॥ আমি ত পরের
পতী; তোমাতে করিনু রতী, করিয়া ধর্ম্মের ছারখার ।
শুনী তিলোত্তমা; কয় অসম্ভব কথা হয়; বীরতীর
শ্রীনন্দ কুমার ॥

অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের বিদায় ॥

পয়ার ॥ তিলোত্তমা কহে নাথ একি আর কেমন। তোমাকে ছাড়ি পতি হবে অন্যজন ॥ অসম্ভব কথা কর্ণে নাহী শুনী যায়। অন্যের কপালে ছাই তুমি মোর স্বামী॥ কী বাহক দিয়ে পতি হইলে আমার। হেনকথা কওয়া যোগ্য নাহয় তোমার॥ আপনার পত্নী কেবা দেয় অন্যজনে। কাপুরুষ বলিয়া ঘোষনা ত্রিভুবনে॥ ধন্য ধন্য বক্তেক তোমার স্বভাব। আমি পতি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হে আমার॥ রাজা বলে সত্য আছে ভূপতি সাক্ষাৎ। কেনরে তোমারে হবে আমারি পশ্চাৎ॥ সত্যরক্ষা হেতু আমি নারাইব ঘরে। পরে কলা করাবে তোরে আনি অজবরে॥ কিন্তু সাতি এককর্ম্ম কর এসময়। আমার নিসান রাখ ভাঙ্গিতে সংসয়॥ এত বলি মাণিক অঙ্গুরি রাজা দিল। তিলোত্তমা সতি তাহা যতনে রাখিল। রাজা বলে এককর্ম্ম করহ এখন। গৃহে প্রবেশিতে তারে নাদিও কখন॥ তিলোত্তমা কহে কার সাধ্য ঢোকে ঘরে। পড়িলে আমার হাতে যাবে জমপুরে॥ এইরূপ কথপকথনে নিশাশেষ। চঞ্চল হইল রাজা যাইতে স্বদেশ॥ হেন কালে পুত্র নিয়া আইল মল্লরায়। জানেলা কপাট নাড়ি দী ল ইসারায়॥ শুনিয়া বিক্রমাদিত্য রমণিরে কন। বিদায় হইয়া আমি চলিনু এখন॥ আইল তোমার পতি সুখে কর বাস। সত্বর হইয়া তবে উঠি গানিজ্জ্বাস। কপাট খুলিয়া রাজা বাহিরে আইল। অবিলম্বে গিয়া সেই বৃক্ষে আরোহিল। এখানে দুয়ারে ধণি দেখে অজবরে। ঢেকা মারি ফেলিয়া কপাট দিল ঘরে॥ ওয়ালতলাতে পড়ি গড়াগড়ি যায়। উচ্চৈস্বরে কান্দি ডাকে আপন পিতায়॥ কোথা পিতা তোল মোরে

দিয়াছে ফেলিয়া॥ হেন স্ত্রীকে নমস্কার কাযনাই বিয়া॥ ম
ল্লরাজা ছিদ্র পেয়ে ছল আরম্ভিল। মিছামিছি হাঁকাহাঁকি
করিতে লাগিল॥ এমন পাহাড়ে মেয়েনা দেখি সংসারে।
তিলেক নাহিক শঙ্ক হৃদে ক্ষুরধারে॥ পতিকে ফেলিয়াছি
ল এবড় বালাই। বাঁচিবে কিমরিবে সেবিবেচনা নাই॥ নি
দয়া খলের শেষ কঠিন নিষ্ঠুর। ফেলেদিয়া আমারি শরীর
কৈল চুর॥ দেখহে ভূপতি ভোজ বাহির হইয়া। তোমার ত
নয়া কর্ম্ম দেখনা আসিয়া॥ শুনিয়া আইল ভোজনৃপতা ত
থন। দেখিল ভূপতিসুত করিছে রোদন॥ মল্লভূপ আবার
কহিছে দেখরায়। বেদনা হৈয়াছে কত এ কোমল গায়॥
অঙ্গে হাত দিয়া কান্দে কহে সকাতরে। আবার যে দেখি অ
ঙ্গ পৃষ্ঠের উপরে॥ অলটা কামিনী কেরে বড় দুরাচারে। সন্তা
নের দফা সারিয়াছে একেবারে॥ কান্দে রাজা বিনাইয়া স্ত্রি
লোকের মত। বক্ষবয়ে জলধারা বহে অবিরত। পুরবাসী পু
রকণ্যা সকলে যাগিল। জামায়ের অঙ্গ দেখি আক্ষেপ করি
ল। নাকে হাত দিয়া সবে হইল বিস্মিত। বলে একি তিলোত্ত
মা কৈল বিপরিত॥ কামতণ্য ছিলরূপ সুন্দর সু বেস। এ
কেবারে রূপের করিয়া দিল শেষ॥ ভোজের যতেক রা ণি ক
রিছে বিলাপ। গালি দেয় কণ্যারে করিয়া মনস্তাপ॥ সক
লে পাড়িছে গালি যত আছে মেয়ে। ফেলে দিলী কেমনে চ
ক্ষের মাথা খেয়ে॥ এমন সুন্দর পতি কত তপশ্যায়। সে
অভাগিনি খোয়াইলি আপন হেলায়॥ ক্ষুদ্র নেরেটি যদি কাট
তবে দুঃখ যায়। বলিয়া না হ বিকর হানিছে মাথায়। ভোজর
জে পাপিনি কিঅকর্ম্ম করিলি। এমন সুন্দর পতি কেন্নকে

ফেলিল। শুনিঞা তবে তুমি ঘরে হৈতে ডেকে কয়। দণ্ডারসু
খোঁচ্ছা কিপত্তি নের নয় ॥ আমার লেগিয়াছে যেন হইতে
তোমার। ধর্ম্ম বধি দণ্ড কেন দেহ মোরে ॥ অন্যজনে দে
খাইয়া শব্দ করিল। অন্যজনে আনি মোর মনে বিভা দিল
তার সনে কথা ছিল উঠে গেল সেই ॥ এ ঘরে দিতে এলো
ফিরে বিনু তেই ॥ মল্লভূপ বলে রাজা দোহাই তোমার। কে
জে দিয়ে দণ্ড কেন তনয়ে আমার ॥ লোক বলে হৈল কথা স
ন্দেহের স্থল। উত্তর করিতে আমি না পারি সকল ॥ রাজার
কাছেতে ইহা বিবেচনা হবে। বিচারে যদ্যপি হয় পারে ক
ন্যা তবে ॥ এ কথা শুনিয়া সর্ব্বজনে সবিস্ময়। পদ্মে শঙ্খ শুন
দ্বিজ কবিরত্ন কয় ॥

অথ বিক্রমাদিত্যের দেশাগমন ॥

পয়ার। এইরূপ কথা হয় বাক্যের সঞ্চারে। ভানুমতি থা
কিতে নাহিক আর পারে ॥ অতি অল্প রাত্রি আছে যাইবে
ত্বরায়। পাছে রাজা বিক্রম আদিত্য টের পায় ॥ এক বাল বৃ
ক্ষের উপরে আরোহিল। চক্ষুর নিমিষে গাছ উড়িল আ
ইল ॥ দাসী সঙ্গে করি রাণী নামিল তখন। পর্য্যবের পিড়া
হৈল সচকিত মন ॥ সন্ধ্যাবধি রতিরে গেল পর্য্যটন করিতে। এ
অবসরে রাজা প্রবেশে পবিত্র ॥ বৌ বৃক্ষের হার নাথে করি
আরক্ত। শুইল শয্যায় আসি পুষ্পের মতন ॥ ভানুমতি
পোহাইল আসিয়া অন্দরে। গাছ নিয়া গেল দাসি ভোজে
র নগরে ॥ দেখে রাণী শয্যাতে শুই রাজ পবর। একপার্শে শু
য়ে আছে নিদ্রাতে কাতর। দেখে পাছে যেরূপ দোষ আসি
তাই চেকে পুহাগেছে সংজ্ঞা ছিল নাই ॥ অন্তরে দেখ

আসি রাণি নিকটে শুইল। যাগিয়া আছেনভুপ সকল দে
খিল॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাণি রাজারে চিআয়। কতনিদ্রাযা
হনাথ শুর্য্যোদয় প্রায়॥ শুনিয়া আলিস্য ভাঙ্গি বিক্রমরা
জন। উঠিয়া অভিষ্টনাম করিল স্মরন॥ নিত্যক্রিয়া স্নান
দান আহ্নিক করিয়া। বাহিরদেওয়ানে গিয়া বৈসেবারদি
য়া॥ পূর্বমত শুকসনে কথপকথন। নানামত শাস্ত্রালাপ
করে কবিগণ॥ নানামত সুখেথাকে রাজাপূণ্যবান। এইরূ
প পঞ্চদস দিবা অবসান। ভোজপুরে ভোজ সহ মল্লনরপ
তি। কথায় ২ দ্বন্দহইয়াছে অতি॥ ভুরিমল্লসত আর আ
পন কণ্যায়। সঙ্গেকরি উজ্জলে আইল ভোজরায়॥ রাজার
বিচারে যারহবে সেইপাবে। ঝকড়ার ফলকি মিঠিয়া সব
যাবে॥ এতবলি উপনিত হইলসভায়। যথাবসি নবরত্ন
হ নৃপরায়॥ শশুরে দেখিয়া রাজা উঠিলতখন। প্রণামক
রিয়াদিল বসিতে আসন॥ মল্লভুপতিরে রাজা করিলসম্ভাষ
ন। বসিতে আসনদিল বিক্রম রাজন॥ মহলে যাইতে তি
লোত্তমারে কহিল। থাকগে ভগিনীরসনে বলিয়া হাসিল॥
শশুরে জিজ্ঞাসে রাজা কিহেতু গমন। মল্লনরপতি সঙ্গেকহ
বিবরণ। কণ্যাকিকারণে আনিয়াছ মহাশয়। ভাবভেবেনা
হিপাই হইনু বিস্ময়॥ শুনিয়াকহিছে ভোজ শুন বিবরণ। শু
নকরহ বিচার তুমিহেরাজন॥ তুমি দণ্ডমুণ্ডকর্ত্তা অবনিমণ্ড
লে। তোমার আশ্রিত মোরা ভুপতি সকলে॥ তিলোত্ত
মা কণ্যার বিবাহ হইয়াছে। তারকিছু কথাআছে আইনু
তবকাছে॥ মল্লভুপতির পুত্র দেখহ নয়নে। বিবাহ সম

স্ক হৈয়াছিল এরূপনে ।। সম্বন্ধের কালে দেখেছিনু রূপবান বিবাহ কালেতে রূপ তাহাতে বাখান ।। প্রভাত সময়ে অন্ধ দেখিনু নয়নে । তনয় সহিত ইনি আছেন রোদনে ।। কিছু না কহিলাম আর রহিলাম চেয়ে । মল্লরাজা কহে অন্ধ কেন ও বমেয়ে ।। কণ্যারে সুধাই কণ্যা কহে একি আর । গুরুমুখে ছাই পতি ওকেন আমার ।। আমারে যে উটে গেছে একা রাখি মোরে । অন্ধকে আনিয়া ঘরে রাখিলেক তোরে ।। শু রুমনে ররবরে এমন কিহায় । অতেব ফেলেছি ঠেলে কহিল আমায় ।। কেবরযোর বুঝিতে নাপারি কিছু তার । বলে কবি কর রাজা যথার্থ বিচার ।।

অথ বিক্রমাদিত্যের আত্ম্য পরিচয় ।।

ত্রিপদী । শুনিয়া বিক্রমরায়; হাসিয়া কহেন তায়; যেবা হউক পার যাবে তাকে । কথা শুনে হাসি পায়; দঃখে মরি হায় হায়; এককথা জিজ্ঞাসি তোমাকে ।। কণ্যার বিবাহ দিলে; মোরে নাহি নিমন্ত্রিলে; কহ রাজা কিসের কারণ । এক যোত্রাবস্ত্র তার: কি ক্ষতি হৈত তোমার; ভয় হৈল করিতে বরন ।। জ্যেষ্ঠ জামতা হে আমি; জ্যেষ্ঠ তনয়ার স্বামী; নিমন্ত্রণ করিতে উচিত । বরনে কিহবে তার; পয়াস নাহি আমার; নহে অটাঙ্গভার এনিত । হাসি বিক্রম রাজন; করিছে মিষ্ট ভৎসন; অধোমুখ লাজেতে ভোজ রায় । কহে ভোজনরপতি, অপরুদ্ধ হয়ে অতি, শরমে জিবনমৃত্যু পায় । কহিতে কিছুই নারে; নিরুত্তর একেবারে; ছলেকলে কহে বারেবার শুনিয়া বিক্রমকয়, আরকেন মহাশয়; কহিবার রাহানাহি আর । বিচার করিতে হবে, কণ্যে আনুরূপে, জিজ্ঞাসি

কুলকুলসন্ধান। বিবাহ করিল যেই; কিকথাকহিল সেই, কি-
হি তার থাকয়ে নিশান॥ চিকফেলে সেইস্থানে, ভোজতন
আরে আনে, রাণী ভানুমতির সাহিত। কিঞ্চিৎ বিলম্বে প-
র, উজ্জ্বলেশ্বর গুধর, কথাকরিলেন উপস্থিত। শুন তিলোত্ত
মাবাণি সাহিত্য কেতব পাণি, কহদেখি শুনিব এখন॥ ম-
ল্লরাজার সন্তানে, ভবপিতা কৈলদানে, তুমিনয় বলকিবা
রূপ॥ শুনি তিলোত্তমাকয়, ওপতি কথন নয়, স্বল্প ওরূপ হ-
ত অতিশয়। বিবাহ করিল যেই, পরম সুন্দর সেই, তনু তার
অতিরসময়॥ শুনিয়াবিক্রম রায়, হেসে কহে তামাসায়,
দেখবুঝি আমিই বা হই। হেসে তিলোত্তমাকয়, এতোরাজা
শুথদয়, আমারতেমন ভাগ্য কৈ॥ রাজাবলে কহসার, নি-
সানাকি আছে তার, পরিক্ষায় জিজ্ঞাসহ সতি। এযদি কহি-
তেপারে; এখনিলবে তোমারে, তবেত মানিতেহবেপতি
কহে তিলোত্তমা সতি, তাপারিলে হবেপতি; মল্লসুতে জো-
ড়ান্সে রাজন। ইতে তোমার সন্ধান; আছে বিবাহনিসান,
কহকিবাকরিব শ্রবণ॥ মল্লসুত কহে রায়, নিসানাকি আ-
ছে তায়; বিবাহ হইলমোরমনে। বাসরে অঙ্গুলকরি, কেকে-
লিল ও সুন্দরি; ইহাশুনে হাসেসবজনে॥ বলেকিবাকলে
দেখা; আদ্যে আদ্য রক্তেলেখা; পিরিতের বাসরেভঞ্জন॥
এরপতিনিবিশিষ্টয়; তবেহবে সুখোদয়, উত্তরে২ শুনজ-
বিক্রমআদিত্য রায়; কহেন তিলোত্তমায়; উহারনিশানা
কিছুনয়। নিশান আছয়েযার; বলিবোহইবে তার, অন্যে না
হেঁকানে এবিষয়॥ তবে মিথ্যারাজকড়ার; পিয়োজননাহি আ-
র; ভগিনীসহ থাকমমালয়। প তবামিলিল আর, আমি

পতিহে তোমার অন্যকারে দেওয়ানাহি হয় ॥ রাজারগম
ন ভাষে, দুই ভগিনী মিলে হাসে; বলেউপহাস তানাসায়
কেহত নাজানে ফের; বিক্রম যেপাত্ত এর; তানরঙ্গ করে রস
ময় ॥ ভোজেরে ভুপতা কয়; আনন্দেতে মহাশয়ঃ বলাকিবা
আছে পিয়োজন। তিলোত্তমা পতিনী মোর, কেবাজানে
ফেরঘোর; বিবাহকরেছি হেরাজন ॥ শুনেভোজ সুখিহয়,
মল্লনরপতিকয়ঃ কিরূপেতেকহমহাশয়। শ্রী নন্দকুমারক
য়; পরে বিক্রম রাজন, কহেন সকলপরিচয় ॥

রাজা বিক্রমাদীত্যের তিলোত্তমার বিবাহ সাঙ্গ।

পয়ার ॥ কহেন বিক্রমাদিত্য শুন মল্লরাজ। কহিলে এ
কথাশুদ্ধ তোমারি হেলাজ ॥ তোমার সন্তান অজ মল্লমহি
পাল। পড়েকে কোথায় অজ হয়জন্মকাল ॥ বিবাহেরকা
লেরশুনহ বিবরণ। আমিগেনু যেইরূপে ভোজেরভবন। ভা
নুমতি রাণিমোর ভোজেরনন্দিন। তারেনিতে এসেছিল ম
ইত ডাকিনী। বৃক্ষচালাইয়া আইল গোপনেহেথায়। গো
পনেতে আমি আরোহন কৈনু তায়। পরেতারা রাণিসহ চ
লাগেলগাছে। গাছরেখে পুরে গেলা নগরের কাছে ॥ হেন
কালে তোমরা আইলেবর নিয়ে। আমিআছি সেইবৃক্ষত
লে দাণ্ডাইয়ে ॥ ধূলাদোলা বলেমোরে ধরেএকজন। তোমা
র নীকটে ধরে নীলহে রাজন। আমারে দেখীয়া তুমী হইলা
মোহীত। পরীচয় দীলেনা অসন্তানজহোত। আমারেকরায়াব
র লইলা দোলায়। পসংসে সভায় মোরে নীন্দিয়া আমায়
তারপর বীভা হৈল বঞ্চীন বাসরে। তোমারসন্তানে ভোরে
লয়েগেলঘরে ॥ আমীআইনু বৃক্ষেচড়া আপন আলয়। শু

নী মজনমপুত্তী বলেসত্যহয় ॥ আনন্দ আপনে ভোজ হইল
মগন । বিদায়হইয়াঅল্প রাজারগমন ॥ স্ত্রীলোক যারলে রা
জা কোবলানে আর । বলদেখা কীনামানা আছয়ে তোমার
রাজাবলে ভঙ্গট । করীয়াকার্য্যনাই । দেহনা অঙ্গুরী মোর
আছে তবঠাঁই । এইরূপষত্তকহেবাক্রম ভূপতী । সঙ্গেসঙ্গে
চীত্তাহয়রাণীভানুমতী । আপনআলয়ে ভোজকরীল গমন ।
সভাভাঙ্গী অন্দরেতেপশীলারাজন । ভানুমতীরাজারেস্বামী
য়াতবেকয় । তুমিযদাবীবাহকরীলেরসময় । আমীযে দীয়া
ছী হার যৌতুক তাকে । রাজাবলে পালঙ্কে র-শয্যারাখি
ছে ঐ ॥ আরকত যৌতুক দীয়াছ ভানুমতী । আদর করীয়া
মোরেবলে ভগীনাপতী । তাহাতে বীভোর আমী কোক
রীযে হার । কানমলা হৈতেবাড়া যৌতুককী আর ॥ লজ্জীত
হইয়ারাণী কহীছে রাজায় । খুবকরীয়াছো মোরবয়েসগে
ল তায় ॥ চোরের আদর কোথাসর্বজনে কয় । গোপনে হই
য়াগেলে মারীখেতেহয় ॥ এইরূপ কথপ কথনপরিহাস ।
দুইনারী সঙ্গে নত্য করেন বীলাস ॥ কীছুদীন গতহৈল অব
সে রাজার । পরে যাহইল ভনে শ্রী নন্দকুমার ॥

অথ রাজাকে শুক পক্ষ নীতি দিয়া শারী
নিকট যাত্রার প্রশ্ন ।

পয়ার ॥ নানামতে শুক সুমন্ত্রণা করেদান । বিবিধ বিপ
দে রাজা হয় পরিত্রাণ ॥ সদাসুখে থাকে রাজা নাহি রোগ
শোক । সদানন্দ চিত্ত চিন্তাহীন প্রজালোক ॥ শুক পক্ষে
দেখে রাজা প্রাণের সমান । যাহা হৈতে ভূপতির সকল ক
ল্যান ॥ একদিন শুকের শারিকে পড়ে মনে । কেমনে আ

ছাড়্যে গিয়ে নিবীড় কাননে ॥ বহু দিন দেখে নাই প্রিয়ার ব
দন । নিকেতনে যাইতে হইল উচাটন ॥ ভুপতির আগে শুক
করে নিবেদন । একবার যাব রাজা আপন ভবন ॥ দেখিব
কিরূপে আছে একাকিনী শারী । দেখি নাই বহুদিন শুন
দণ্ডধারী ॥ চঞ্চল হইল মন রহিতে নাপারি । আসিব ত্বরা
য় গৌণ নাহি হবে ভারি ॥ শুকের বচন শুনি বিশাদিত রায় ।
কহিতে নাপারে কিছু ভাসনন্দ তায় ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে ক
য় কি বলিলে শুক কেমনে বিদায় দিব শোকে ফাটে বুক ॥
তোমারে নাহি জানি তুমি প্রাণধন । আমি না পারিব দি
তে বিদায় কখন ॥ তুমি গেলে কে মোরে শিখাবে আর নী
ত । কার সনে কথা কয়্যে পাব মনঃপ্রীত ॥ শুনিয়া রাজার
কথা শুক পক্ষ কয় । ত্বরায় আসিব আমি শুন মহাশয় ॥
শোক ত্যজ কেন খেদ কর অতিশয় । অতিশয় হৈলে তার
শেষ নাহি রয় ॥ মধ্য প্রণয় কর সমভাবে যাবে । নহিলে হ
ইবে শেষে অভাব স্বভাবে ॥ অতিশয় মাত্র মন্দ সর্ব্বলো
কে বলে । অতি প্রণয়েতে মৃত্যু আছে বহুস্থলে ॥ সামান্য
প্রমাণে এক কহি ইতিহাস । নায়ক নায়িকাভাব তাহাতে
প্রকাশ ॥ একস্থলে নিদর্শন দেখাইতে চাই । মর্ম্ম বোধ নিয়ে
কার্য্য ফলে নহে তাই ॥ বিবেচনা কর তুমি সুবিজ্ঞ চতুর ।
পিরিতী প্রণয় স্নেহ ভাবের অঙ্কুর ॥ সকলে এ সঙ্গে রয় ন
হে পাত্রাপাত্র । হল্যে যে রাখিতে পারে সেইসে সুপাত্র ॥ না
য়ক নায়িকা প্রেম হেতু জন্য হয় । হেতু ফুরাইলে কভু পিরি
তী নারয় ॥ পুরুষে পুরুষে প্রেম বাক্যের কৌশল । অকৌ
শলী হৈলে সে পিরিতী নিরমল । নারিতে২ হয় পরি মল

নাম। ইহাতে ওহেতু আছে শুন গুণধাম ॥ হেতুজন্য পিরিতের পুষ্টি নাহি হয়। জনমতি সুখেচ্ছায় বশীভূত রয় ॥ রাজা কহে কথা সত্য মিথ্যা কভু নয়। অন্যথা করিতে নারি পিরীতি বিষয় ॥ অসম্ভব কথা শুনি বিস্ময় জন্মিল। পুণয় করিয়া বল কোথা কে মরিল ॥ পিরিতে বঞ্চিত মন হইল যখন ॥ উভয় শরীর ত্যজ্য ভাবনা তখন। উভয়ে মরিতে পারে ভাবের কারণ ॥ একজন মরিলে না জয়ে আরজন। রাজ বাক্য শুনি শুক কহিল হাসিয়ে ॥ বেঁচে আছে পিয়োত্তমে অনেকে নাশিয়ে। রাজা কহ সেই কথা কহ শুনি শুক ॥ কেবা করে হেন কর্ম্ম হইয়া হিংসক ॥ শুক বলে মহারাজা করহ শ্রবণ। শ্রীনন্দকুমার কহে পিরীতে মরণ ॥

শুক রাজাকে ইতিহাস কহে।

ত্রিপদী ॥ শুন২ নরবর; কান্যকুব্জ দেশ ঘর; ছিল এক সাধু সদাচার। মহাধনী মহাশয়; কুবেরের তুল্য হয়; রত্নেতে পূর্ণিত কোষাগার ॥ সদা ধর্ম্ম পরায়ণ; ইষ্ট ইষ্টে অনুক্ষণ; সুশীলা নামেতে তার নারী। পতিব্রতে দৃঢ় তার গুণ নানা ॥ হক যার; কারণ কহিতে না পারি সন্তান নাহিক হয় সদা মনোদুঃখে রয়; অহর্নিশি যাগ যজ্ঞ করে। পুরশ্চরণ স্বস্ত্যয়ন; সত্যব্রত পরায়ণ; হরিবংশ করিলেন পরে ॥ এতেক প্রকার সূত্র; শেষে হৈল এক পুত্র; হরিবংশ নাম রাখে তার। পুলকে পূর্ণিত কায়া; সাধু আর সাধু জায়া; আনন্দে নাহিক হয় পার ॥ বিতরণ কৈল ধন; পুত্রোৎসবে মহাদান; বিধি আছে যেমত বিধান। ক্রমে দিন গণনায়; অন্ন প্রাশন আদি দায়; চূড়োপনয়ন সমাধান ॥ শুক পুত্রে সুধাকর

সেইমত নিরন্তর; বাড়ে শিশু নিরমল অতি। বিদ্যাভ্যাসে রত হয়; যৌবনাবস্থ উদয়; পতিগুণে হৈল গুণবতী। সদা সদালাপে রত, সুশীলতা বিধিমত; সুশিক্ষিত হইল ললনার॥ দেখি সাধু আনন্দিত; পাইল পরমপ্রীতি; সুখসাগরে ভাসিল তার॥ পরম রূপসী কন্যা; রূপেগুণে মহাধন্যা হারভাবে ভুলে বিদ্যাধরী। চরণ চলনে তার; নৃত্য ভঙ্গী চমৎকার; কথা সুধা সঙ্গীত লহরী। যুবতী রমণী পেয়ে; হরিবংশ সুখী হয়ে; নিত্য২ করয়ে বিলাস। নবসুখে করে রতি; পূর্ণরসের রত পতি; লজ্জা পায় ভাবের উদাস। এক দিন সাধুসুত; হয়ে অতি হৃষ্টযুত; আরোহণ করিল ঘোড়ায়। দিগ ভ্রমণেতে যায়; সঙ্গে না হইল কায়; নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়॥ দেশ দেশান্তর কত; ভ্রমিতেছে অবিরত; দিবারাত্রে নাহিক বিশ্রাম। দৈবে কর্ম নিয়োজিত কাঞ্চীপুরে উপনীত; প্রবেশ করিল এক গ্রাম॥ বেলা দশম গতাত; সাধুসুত পিপাসিত; তারহেতু করে অনুসান। অন্বেষণ করে স্থান; কোথা বা করিবে স্নান; শ্রীনন্দকুমারে রসগানে॥

সাধু পুত্রের রাজ্যোদ্যানে প্রবেশ।

পয়ার॥ খুঁজিতে২ সাধু দেখে রম্যস্থান। তথা এক শোভাময় অনুপম উদ্যান॥ নানাবৃক্ষ শোভা পায় দেখি আশপাশ শালতাল পেয়ারা শাল হিন্তাল পলাশ॥ কদম্ব কেতকী কেন্দু কিংশুক কাঞ্চন। অশোক অমল বক পুন্নাগ রঞ্জন॥ নাগরঙ্গ ধাতকী ছাতকী খর্জ্জুর তল। বটাশ্বত্থ কোবিদার চম্পক বকুল॥ অরচি গোলাপ আচি ঝাটি পরিপাটি। পাকেলপাঢণ্ড পদ্ম মল্লিক দুপাটি॥ আপাথ কপিথ প্রাচুর্নি হুনারি

ফল। গুবাক খর্জ্জুর আতা নেবু নোনা বেল ॥ মল্লিকা মা
লতী যবা পাটলী পাটল। নবমল্ল বল্লীলতা অদ্ধকী কাটল
আতশী অপরাজিতা আধূলা অন্ধক। শোণ শাক শকটকী
বোধি [?] বন্ধক ॥ দেবদারু তরু ঝাউ শোভে থাকে থাকে।
আনন্দে খেলিছে পক্ষ উড়ে ঝাকে২ ॥ কোকিল কোকিলা
গায় মধুস্বরে গান। বহিতে মলয়া বায়ু উত্তরে পয়ান ॥ ম
ত্তিমান মদন মোহিত করে মন। বসন্ত বিরাজ রসে লৈয়া
নিজগণ ॥ পুষ্পগন্ধে সুরভি করয়ে দিকদশ। তাহে মলয়ার
বায়ু বসন্ত সরস ॥ সরোবর পরিমল পদ্মে সুবাসিত। কমু দ
কাহার কোকনদ বিকসিত। মধু খায় গুঞ্জরিয়া ভ্রমে ভৃঙ্গ
গণ। দেখি সাধুসুত কামে স্মরে অচেতন ॥ উদ্যানে প্রবে
শ কৈল সরোবর তীরে। বসিল কদম্বতলে পুলক শরীরে ॥
পিপাশা হইল শান্ত দেখিয়ে শুনিয়ে। আপনা আপনি ভু
লি রহিল বসিয়ে ॥ হেনকালে দাসী সঙ্গে রাজার কুমারী।
আইল উদ্যানে আরাধিতে ত্রিপুরারী ॥ সাধুসুত রূপ দে
খি হইল অজ্ঞান। সময় বুঝিয়া কাম হানে পঞ্চবাণ ॥ মূ
র্চ্ছিত হইয়া পড়ে অবনী উপর। ধূলি ধূষরিত হৈল সব ক
লেবর ॥ নৃপ বালা সাধুসুতে করি নিরীক্ষণ। অমনি মোহি
ত কামে হারায় চেতন ॥ ধুলায় ধূসর হয়ে ধরণি লোটায়।
সৌদামিনী হির যেন হৈল বলাকায়। মুখে জল দিয়ে দাসী ক
রিল চেতন। জিজ্ঞাসিছে কেমন২ কি হেতু এমন। আকস্মাৎ মূ
র্চ্ছিতা হইলে কি কারণ। কহ দেখি নৃপতি নন্দিনি বিবরণ। রা
জকন্যা কহে দাসি কি কহিব আর। কদম্বতলায় রূপ দেখি